Jakat Ushor o Daner
Gurutto o Bidhi Bidhan

যাকাত উশর ও দানের

গুরুত্ব ও বিধি বিধান

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ূব বিন ইদু মিয়া

আরিফ আরাফাত আসাদ প্রকাশনী ঢাকা

যাকাত, উশর ও দানের গুরুত্ব ও বিধি-বিধান

হাফিয মুহাম্মাদ আইয়ুব বিন ইদু মিয়া

প্রকাশিকা : নওলাশী বেগম।

প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০০১, দ্বিতীয় প্রকাশ : জুলাই ২০১১

পরিবেশক : আরিফ আরাফাত আসাদ প্রকাশনী, ঢাকা

বর্ণ বিন্যাস : এ আর এন্টারপ্রাইজ

৩২, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।

ফোন : ৯৫১২৮০৯, মোবাইল : ০১৭১১৯০৬২৭৮, ০১৯১৫২২৬০০০

E-mail : arenterprisee@yahoo.com

মুদ্রণ : জায়েদ লাইব্রেরী

৫৯, সিক্কাটুলী ঢাকা। মোবাইল : ০১১৯৮১৮০৬১৫, ০১৮২১৭২৪৯৬০

বিনিময় : ৪০/- (চল্লিশ) টাকা মাত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

২য় সংস্করণ ও লেখকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ, সকল প্রশংসা ও শুকরিয়া আল্ল-হ তা'আলার এবং লক্ষ কোটি দরূদ ও সালাম মুহাম্মাদুর রসূল ﷺ-এর প্রতি।

যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। এর গুরুত্ব অপরিসীম। সামর্থ্যবান প্রতিটি মুসলিমের নিয়মিত যাকাত প্রদান করা ফারয। যাকাত না দেয়া কুফ্‌রীর শামিল। আর এ ফারয অমান্য করার পরিণামে রয়েছে কঠোর শাস্তি দুন্‌ইয়া ও আখিরাতে। অথচ অধিকাংশ মুসলিম এ যাকাতের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতাকে অবজ্ঞা করে চলেছে। যার দরুন মুসলিম সমাজ আর্থিক ও সামাজিক বিপর্যয়ে পতিত।

ধনীর সম্পদে গরীবের হাক্ব রয়েছে আল্ল-হর এ বিধান অধিকাংশ মানুষ অবজ্ঞা করে দুন্‌ইয়ায় আরাম-আয়েশে বিভোর হয়ে গরীব-অসহায়দের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছে না অথচ আর্থিক নানাবিধ সমস্যায় পতিত হয়ে এসব গরীব-দুঃখীরা অন্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, বিবাহ ইত্যাদি সমস্যায় জর্জরিত হয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাই এদের সাহায্য সহযোগিতা করা সকলেরই ঈমানী দায়িত্ব। কেননা এক মু'মিন আরেক মু'মিনের ভাই এবং সে প্রকৃত মু'মিন নয় যে পেট ভরে খেয়ে ঘুমালো অথচ তার পাশে আরেকজন অভুক্ত থাকল। অনেকেই কৃপণতা করে অর্থের পাহাড় গড়ে তুলে কিন্তু এ সম্পদই যে তার জাহান্নামের খোরাক হবে সে কথা কি আমরা স্মরণ করি?

তাই এ পুস্তকে যাকাত, উশর ও দানের গুরুত্ব ও বিধি-বিধান যথাযথ নিয়মাবলীসহ এ সম্পকির্ত জরুরী বিষয়সমূহ আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য দ্বীতিয় সংস্করণে দান প্রসঙ্গও সংযোজন করা হলো আশাকরি এ জাতি যাকাত, উশর ও দানের গুরুত্ব ও অপরিহার্যতাকে অনুধাবন করে সজাগ ও সতর্ক হয়ে যথাযথভাবে তা প্রদানের নিমিত্তে আল্ল-হর হুকুম পালনে সচেষ্ট হবে এ উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছে এ পুস্তিকাটি। আল্ল-হ আমাদেরকে যাকাত, উশর ও দানের হাক্ব বুঝার তাওফীক দিন। আমীন॥

পরিশেষে আহলে হাদীস লাইব্রেরী ঢাকা'র বিশাল গ্রন্থ ভাণ্ডার ও যেসব পুস্তকবলী থেকে সহায়তা নেয়া হয়েছে সে সকল লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আর এ পুস্তকে কোন প্রকার ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদের জানাবেন। ইনশা-আল্ল-হ, পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে।

বিনীত
মুহাম্মাদ আইয়ূব

সূচীপত্র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

যাকাতের গুরুত্ব ও নিয়ম বিধান

যাকাত অর্থ : যাকাতের অভিধানিক অর্থ হচ্ছে- পবিত্রতা, পরিবৃদ্ধি কোন জিনিসের উত্তম অংশ। ইসলামী গ্রন্থসমূহে এ তিনটি অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আর যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা হচ্ছে- ধন-সম্পদের যে নির্ধারিত অংশ শারী'আতের বিধান মুতাবেক আল্ল-হর পথে ব্যয় করা মানুষের উপর ফার্য করা হয়েছে তাকেই যাকাত বলে। (ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২১ খণ্ড, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)

যাকাতের গুরুত্ব : পবিত্র কুরআনে আল্ল-হ বলেন :

وَأَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

"তোমরা সলাত কায়িম কর এবং যাকাত দাও।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারহ ১১০)

فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

"অবশ্য তারা যদি তাওবাহ করে, সলাত কায়িম করে আর যাকাত আদায় করে তবে তারা তোমাদের দীনী ভাই।" (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ্ ১১)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُوْنَ

"তোমাদের বন্ধু তো একমাত্র আল্ল-হ, তাঁর রসূল এবং যারা মু'মিন ﷺ তারা সলাত কায়িম করে, যাকাত দেয় এবং তারা বিনম্র।" (সূরাহ্ আল-মায়িদাহ ৫৫)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত, যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আবূ বাক্র (রাযি.) বলেন, আল্ল-হর কসম আমি নিশ্চয় তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যারা সলাত আদায় করে অথচ যাকাত দিতে চায় না। (মিশকাত হা: ১৬৯৮/১৯)

একদা জিবরীল عليه السلام মানুষের বেশে রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন : হে আল্ল-হর রসূল! ইসলাম কী? তিনি বললেন– ইসলাম এই যে, তুমি আল্ল-হর 'ইবাদাত করবে এবং তার সাথে কোন কিছু শারীক করবে না, সলাত কায়িম করবে, বাধ্যতামূলক যাকাত পরিশোধ করবে। (বুখারী হা: ৪৮)

এছাড়াও আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত হাদীস থেকেও জানা যায়, যাকাত দেয়া ফার্য। (বুখারী হা: ৬৩)

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ ﷺ বলেছেন : তোমাদেরকে এক সঙ্গে আদেশ করা হয়েছে, সলাত কায়িম করার ও যাকাত দেয়ার জন্য। তাই কেউ যাকাত না দিলে তার সলাত আদায় হবে না- (তাফসীরে তাবারী বরাতে ইসলামে যাকাতের বিধান- মূল: আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, অনুঃ মাওঃ আব্দুর রহীম ৭৬ পৃঃ)। শুধু তাই নয় এ যাকাতের অপরিহার্যতা অস্বীকারকারীদের সাথে মুসলিম নেতা-ইমামকে যুদ্ধ করতে হবে। (বুখারী হা: ১৩০৯)

ইসলামের দৃষ্টিতে যাকাতের গুরুত্ব অত্যধিক। আল-কুরআনের শিক্ষা এবং রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর পবিত্র বাণীতে সলাতের পর যে দায়িত্বটি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণরূপে অর্পিত

হয়েছে সেটা হচ্ছে যাকাত। সলাত বান্দার প্রতি আল্ল-হর প্রাপ্য এবং যাকাত বান্দারই প্রাপ্য। উক্ত দু'টি দায়িত্বকে ইসলাম সব সময় পাশাপাশি রেখে বর্ণনা করতঃ এ কথার ইঙ্গিত প্রদান করেছে যে, ইসলাম আল্ল-হর প্রাপ্যের সাথে বান্দার প্রাপ্যের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করেছে। আল-কুরআনের যেখানে সলাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তার সাথে যাকাতেরও আলোচনা করা হয়েছে। ইসলাম যাকাতকে বাদ দিয়ে সলাতকে চিন্তাও করে না। হাদীস শাস্ত্রে বিচরণ করলে দেখা যায়, রসূল ﷺ-এর নিকট যে কোন ব্যক্তি এসে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে চাইলে সব সময় সলাতের সাথে যাকাতের আদেশটিও ঘোষিত হয়েছে। বুখারী, মুসলিম এবং হাদীস শাস্ত্রে বিভিন্ন গ্রন্থে ঈমান পর্বে এ ধরনের অনেক বর্ণনা রয়েছে। ঐসব বর্ণনায় যাকাতকে ঈমানের শীর্ষস্থানীয় বিশেষ অঙ্গরূপে তুলে ধরা হয়েছে।

ইসলাম আল্ল-হর দেয়া এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থায় এক ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি ছাড়াও সামাজিক ন্যায় বিচারকে নিশ্চিত করার জন্যে এ যাকাতের একটি চমৎকার কর্মসূচি বিধান রাখা হয়েছে। সমাজের ধনী ও সচ্ছল লোকদের বাড়তি সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়মিত আদায় করে দরিদ্র ও বঞ্চিত লোকদের মধ্যে যথাযথ বণ্টন করাই কর্মসূচির প্রধান বৈশিষ্ট্য। বলাবাহুল্য, এটি যেমন একটি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম, তেমনই ইসলামের একটি মৌলিক 'ইবাদাতও। দুন্‌ইয়ার বঞ্চিত মানবতার দারিদ্র্য মুক্তির জন্য যাকাত এক অনন্য ও অনবদ্য ব্যবস্থা। যাকাতের গুরুত্ব হচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি যেমন সুদ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থ ব্যবস্থা যেমন সম্পদকে জাতীয়করণ তেমনই ইসলামী জগতের অর্থ সমাজের ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে যাকাত। প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের জন্য যাকাত হচ্ছে একান্ত কর্তব্য ও ফারয এবং নিয়মিত ও যথাযথভাবে প্রদান না করা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ যাকাতের কথা পবিত্র কুরআনের কোন কোন মতে ৩২ বার এবং অধিকাংশের মতে ৮২ বার উল্লেখ রয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় এর গুরুত্ব কতটুকু।

শুধু তাই নয় যদি কোন লোক তার ধন-সম্পদের যথাযথ যাকাত প্রদান না করে তাহলে সেটা হালাল হবে না। কুরআনের দৃষ্টিতে যাকাত না দিয়ে কোন লোকই কল্যাণ পেতে পারে না, সত্যবাদী নেককার ও মুত্তাক্বী লোকদের মধ্যে গণ্যও হতে পারে না। তা হতে হলে অবশ্যই রীতিমত যাকাত দিতে হবে। যাকাতের সঠিক ও পরিপূর্ণ আদায় ও যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমেই সম্ভব সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অভাব পূরণ করা। তাই যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম।

যাকাত আদিকাল থেকেই প্রচলিত ছিল : যেভাবে ইসলামের সূচনাকাল হতে সলাত বাধ্যতামূলকভাবে চলে এসেছে এবং মাদীনায় তা পূর্ণতা লাভ করে, অদ্রূপ 'যাকাত'ও মাক্কায় আরম্ভ হয়ে মাদীনায় এসে পূর্ণতা লাভ করে। রসূলুল্ল-হ ﷺ ইসলামের

সূচনাকাল হতে নবদীক্ষিত মুসলিমদেরকে দান-খায়রাত করার জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন। তবে এজন্য তাদেরকে কোন প্রকার পীড়া-পীড়ি করতেন না। অবশ্য এ পীড়া-পীড়ি না করার পিছনে বিভিন্ন রকম কারণ ছিল। বস্তুতঃ এ সকল অনুসারীগণ তাঁদের সাধ্যমত রসূল ﷺ-এর আদেশকে যথাযথভাবে পালন করতেও সংকোচ করতেন না। রসূল ﷺ হিজরাতের পর মাদীনায় এসেও কিছুদিন পূর্বের মত কাজ করে যাচ্ছিলেন। এরপর যখন জিহাদের সূত্রপাত হয় এবং পরপর জিহাদ চলতে থাকে, মুসলিমগণ অধিক সংখ্যক জয়লাভ করতে লাগলেন, ধীরে ধীরে 'গণীমাতের' মাল দ্বারা তারা সম্পদশালী হয়ে উঠলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ তখন যাকাতের আদেশটি তাদের নিকট তুলে ধরলেন। তারপর যাকাত সম্পর্কীয় আইন-কানুন প্রণয়নের কাজটি আরম্ভ করা হল। কোন কোন হাদীস বেত্তা বলেন– যাকাত সংক্রান্ত মৌলিক ও খুঁটিনাটি আইনসমূহ মাক্কাহ্ বিজয়ের পরেই রচিত হয়। তৃতীয় হিজরী সনে রসূলুল্ল-হ ﷺ আবদুল ক্বায়িস গোত্রের প্রতিনিধি দলের প্রতি যাকাতের আদেশ প্রদান করেছিলেন। তবে তিনি তাদেরকে সম্পদের পরিমাণ এবং যাকাত আদায়ের সময়-কাল সম্পর্কে স্পষ্টতঃ কিছুই বলেননি। হাদীস শাস্ত্রে চিন্তা সহকারে বিচরণ করলে এবং বর্ণনাকারীদের উক্তিসমূহ একত্রিত করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যাকাত সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ একই সময়ে রচিত হয়নি। বরং ধীরে ধীরে বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর ওফাতের পূর্বে পর্যন্ত রচিত হতে থাকে।

[বঙ্গানুবাদ মুসলিম শরীফ, ইসলামিয়া লাইব্রেরী (চট্টগ্রাম) ২য় সংস্করণ ৪র্থ খণ্ডের ১১১ পৃঃ]

যাকাত ইসলামের সূচনা কাল থেকেই প্রচলন হলেও হিজরীর ২য় সনে ফারয হয়- (ইসলামের যাকাতের বিধান-মূলঃ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, অনুঃ মাওলানা আব্দুর রহীম ৮৫ পৃঃ)। যাকাত শুধু উম্মাতে মুহাম্মাদীয়ার উপরেই বাধ্যতামূলক করা হয়নি, বরং আসমানী কিতাবের অধিকারী অতীত জাতিগুলোর উপরও যাকাত ফারয ছিল। যেমন, তাওরাত ও ইঞ্জীলে (বর্তমানে বিকৃত বাইবেলে) ও পরিষ্কার ভাষায় যাকাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কারূনের ধ্বংস এসেছিল যাকাত প্রদান না করে কার্পণ্য করার কারণে, ইয়াহূদী বানূ ইসরাঈল হতে গৃহীত প্রতিশ্রুতিতে মহান আল্ল-হ বলেন : وَأَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

"তোমরা সলাত কায়িম করবে এবং যাকাত দিবে।" (সূরাহ্ আল-বাক্বারহ ১১০)

পবিত্র কুরআনে এসেছে ঈ'সা عليه السلام বলেন : "وَأَوْصٰنِي بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا"

"তিনি আমাকে আজীবন সলাত ও যাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন।" (সূরাহ্ মারইয়াম ১৩)

ইসমা'ঈল عليه السلام সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ

"তিনি তার পরিবার পরিজনের সলাত ও যাকাতের নির্দেশ দিতেন।"

(সূরাহ্ মারইয়াম ৫৫)

যাকাতের উদ্দেশ্য :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

অর্থাৎ তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র করতে এবং সেগুলোকে বারাকাতময় করতে পার এর মাধ্যমে। (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ ১০৩)

যাকাত বাবদ যে অংশটা দেয়া হচ্ছে, সেটা আল্ল-হর নিকট পৌঁছে না। তিনি আমাদের কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী নন, বরং তিনি বলেন : তোমরা যদি খুশী মনে আমার খাতিরে তোমাদের কোন গরীব ভাইকে কিছু দান কর তাহলে যেন আমাকেই দান করলে। তার পক্ষ থেকে আমি তোমাকে কয়েকগুণ বেশি প্রতিদান দিব। অবশ্যই শর্ত হচ্ছে, তাকে দিয়ে তুমি কোন অনুগ্রহ প্রদর্শনের কৃতজ্ঞতার আশা করবে না, লোক তোমার দানের আলোচনা করুক বা অমুক লোক মস্তবড় দাতা বলে তোমার প্রশংসা করুক, এমন কোন চেষ্টাও তুমি করবে না। যদি তুমি এরকম খারাপ ধারণা থেকে তোমার মন মুক্ত রাখতে পার,শুধুমাত্র আমার সন্তুষ্টির জন্য নিজের ধন-সম্পদ থেকে গরীবকে অংশদান কর, তাহলে আমার অনন্ত ধন-সম্পদ থেকে আমি তোমায় এমন অংশ দেব যা কখনো শেষ হয়ে যাবে না।

যাকাত মুসলিমকে কুরবানী করতে অভ্যস্ত করে তোলে এবং তাদেরকে এমন যোগ্যতা দান করে যে, যখনই আল্ল-হর পথে তার সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজন হয় তখন সে নিজের সম্পদকে আকড়ে ধরে থাকে না বরং অন্তর খুলে দিয়ে ব্যয় করে। যাকাতের উদ্দেশ্য এই নয় যে, একদল লোক অঢেল সম্পদ গড়ে তুলবে, সব রকম আরাম আয়েশ করে বেড়াবে আর তাদেরই আরেক দল লোক অনাহারে কষ্ট করবে, রকমারী অভাবের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়াবে, সমস্যায় পিষ্ট হয়ে ধুকে ধুকে মরবে তা হতে পারে না। ইসলাম এ ধরনের স্বার্থপরতার দুশমন। বরং ইসলাম শিক্ষা দেয় আল্ল-হ যদি তাদের প্রয়োজন অতিরিক্ত অর্থ-সম্পদ দান করেন তাহলে এ ধন-সম্পদ জমিয়ে না রেখে বরং অন্যান্য ভাইদেরকে সাহায্য করবে, তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে নিজের মত তাদেরও উপার্জনের সক্ষম করে তুলবে।

যাকাত প্রথার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ধন-সম্পদ বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে দেয়া। বিশেষ কোন শ্রেণীর মধ্যে সমস্ত সম্পদ কুক্ষিগত হতে না দেয়া। এজন্যেই দেখা যায়, খালীফাহ্ উমার ﷺ-এর আমলে যাকাত বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এত সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছিল যে, সারাদিন ঘুরেও যাকাত নেয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। খালীফাহ্ ‘উমার বিন ‘আব্দুল আজিজ ﷺ-এর সময়ও এরূপ অবস্থায় সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি যাকাত নেবার লোক না পেয়ে শেষে আফ্রিকা মহাদেশে গিয়ে যাকাত বণ্টনের আদেশ দিয়েছিলেন। কাজেই যাকাতের উদ্দেশ্য হলো, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন মিটিয়ে শোষণমূলক অসাম্য ও শ্রেণীগত আধিপত্য দূর করা।

সামাজিক-সামষ্টিক সহযোগিতা গড়ে তোলার জন্যে এটাই হচ্ছে মুসলিমদের সংস্থা। সামাজিকভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য এটাই তাদের ঐক্যবদ্ধতা। এ ধন-সম্পদই সমাজের বেকার লোকদের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থাপক। ইয়াতীম, বিধবা, অক্ষম ও রোগাক্রান্ত লোকদের সাহায্য করার জন্যে একটি বড় মাধ্যম। তাদের প্রতি সহানুভূতি জানানো ও তাদের অবস্থার উন্নয়নের এটা একটি বড় উপায়।

যাকাত একটি নৈতিক ব্যবস্থাও, কেননা তার লক্ষ্য হচ্ছে ধনী লোকদের মানসিকতাকে লোভ, কার্পন্য এবং আত্মম্ভরিতার ময়লা ও আবর্জনা থেকে পবিত্র করা এবং বদান্যতা, দানশীলতা ও কল্যাণ-প্রেমে তাদের পরিশুদ্ধতায় ভরপুর করে দেয়া। অন্য লোকদের দুঃখ-দুর্দশায় সহানুভূতি ও দয়া-মায়া সহকারে তাদের সাথে একাত্ম করে তোলা। বঞ্চিতদের অন্তরে যে হিংসার আগুন জ্বলে উঠে তা নিভিয়ে দিতে যাকাত বিরাট কাজ করে ও অন্য লোকদেরকে আল্ল-হ তা'আলা যে মহামূল্য সামগ্রী ও সুখ-সম্পদ ভরে দিয়েছেন, তা দেখে তাদের মনে যে কষ্ট অনুভব করে যাকাত তা প্রশমিত করে দেয়।

যাকাতের ব্যাপারে মূল কথা হচ্ছে, রাষ্ট্রই তা সংগ্রহ ও তার খাতসমূহে বন্টনের জন্যে দায়িত্বশীল। ইসলামের আবির্ভাবের পর হতে চার খালীফাহ্ ও পরবর্তী কোন কোন খালীফাহ্র খিলাফাতকালে যেভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন করা হতো, বর্তমানে দুন্ইয়ার মুসলিম সরকারগুলো সরকারীভাবে তদ্রূপ ব্যবস্থার প্রচলন করলে দুনিয়ার সকল মুসলিমদের অবস্থাই পরিবর্তন হয়ে যেতো। আর কিছু নয়, শুধু যাকাত ব্যবস্থাকেই যদি কুরআনের বিধান মোতাবেক ঠিক করা যেতো, তবে এটা সুনিশ্চিত যে, মুসলিম-বিশ্বের সর্ববিধ সামাজিক সমস্যা ও ব্যাধিগুলো আপনা থেকে দূর হয়ে যেতো। কিন্তু নির্মম হলেও সত্য যে, আজকের মুসলিম সমাজ কুরআনের এই নির্দেশ বর্জন করে চলছে।

যার দরুন যাকাতের উদ্দেশ্যও সফল হচ্ছে না। তাই বর্তমান অবস্থায় খুবই জরুরী রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাতকে যথাযথভাবে চালু করে যাকাতের উদ্দেশ্যকে সফল ও বাস্তবায়িত করার জন্য দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

যাকাতের উপকারিতা :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ

"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করে, সলাত প্রতিষ্ঠিত করে, এবং যাকাত দান করে, তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে।"

(সূরাহ্ আল-বাক্বারহ ২৭৭)

وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন। তিনি উত্তম রিয্ক্ব দাতা।"

(সূরাহ্ সাবা, ৩৯)

অভাব ও আর্থিক সমস্যা সমাধানে যাকাত হচ্ছে প্রধান উপকারিতা। যাকাতের বহুবিধ উপকারিতার তালিকা সুদীর্ঘ। তার কয়েকটি হচ্ছে : (১) অন্তরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে, কৃপণতা ও কার্পণ্যের হীন চরিত্র থেকে মুক্ত করে। (২) মুসলিমদেরকে সহযোগিতা, সম্পর্ক গড়ার ও প্রয়োজনে নির্যাতিত, নিষ্পেসিত ও অবহেলিতদের প্রতি মায়া-মমতা প্রদর্শনে অভ্যস্ত করে। (৩) ধনী গরীবের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করে। (৪) যাকাত ঋণগ্রস্ত ঋণ শোধ করে দিয়ে তার মনের পেরেশানী দূর করে এবং যারা ঋণের ভারে ভারাক্রান্ত তাদের বোঝা লাঘব করে। (৫) গরীব মুসলিমদের সাহায্য করা, তাদের চাহিদা মেটানো, তাদের সহায়তা ও দয়া করা যাতে তারা আল্ল-হ ছাড়া অন্যদের নিকট সাহায্য চেয়ে নিজেদের অপমাণিত না করে। (৬) অন্তরকে নানা ধরনের বিশ্বাস ও মনের ধোকা হতে বাঁচায় ফলে ধীরে ধীরে তাদের ঈমানের মধ্যে দৃঢ়তা আসে এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। (৭) যারা আল্ল-হর রাস্তায় যুদ্ধ করবে যাকাত তাদের প্রস্তুত করে। তাদের দরকারী জিনিস ও হাতিয়ারের বন্দোবস্ত করে যাতে তারা ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে পারে। আর কুফরী ও ফিতনা ফাসাদকে সমূলে উচ্ছেদ করতে পারে। আর সাথে সাথে ন্যায়ের পতাকাকে মানুষের মধ্যে সমুন্নত রাখতে পারে। ফলে সমাজে কোন ফিতনা দেখা দিবে না, বরং দীন সম্পূর্ণভাবে এক আল্ল-হর জন্যই হবে। (৮) যখন কোন মুসাফির মুসলিম যাত্রাপথে বিপদে পড়ে এবং যাত্রা শেষে ঘরে ফিরার মত অর্থ-সম্পদ না থাকে, তাদের ঐ পরিমাণ যাকাতের মাল দেয়া যা দিয়ে তারা তাদের ঘরে ফেরত যেতে পারে। (৯) যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে, তাকে বৃদ্ধি ও হিফাজত করে এবং তাকে নানা ধরনের বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এছাড়া আরও অনেক উপকার আছে। কারণ শারী'আতের হুকুমের গোপন রহস্য ও হিকমাত পরিপূর্ণভাবে আল্ল-হ ছাড়া কেউ জানে না। সুতরাং শারী'আতের কোন হুকুমের রহস্য ও হিকমাত কারো বুঝে আসুক বা না আসুক তা যে মহান আল্ল-হর হুকুম এজন্য বিনা দ্বিধায় অবশ্যই পালন করতে হবে এবং তাতে যে কোন কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত আছে তাও মেনে নিতে হবে।

যাকাতদাতার মর্যাদা : রাফি' বিন খাদীজ (রাযি.) বলেন, রসূল ﷺ বলেছেন : ন্যায় নিষ্ঠার সাথে যাকাতদানকারী কর্মী আল্ল-হর রাস্তায় জিহাদকারী গাজীর ন্যায়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা: ১৬৯৩/১৪)

যাকাত কখন ওয়াজিব হয় এবং তার শর্তসমূহ : (১) যে মালের যাকাত দিতে হবে তাতে তার পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে। (২) নিসাব (শারী'আত নির্ধারিত পরিমাণ) পূর্ণ হতে হবে ঃ শারী'আতে বিভিন্ন মালের জন্য যে নিসাব দেয়া হয়েছে তা পূর্ণ হতে হবে। (৩) বৎসর পূর্ণ হতে হবে ঃ যেদিন থেকে সে নিসাবের মালিক হল সেদিন হতে এক বৎসর পূর্ণ হবে। তবে ফসলের ক্ষেত্রে যেদিন তা পেকে যাবে সেদিন থেকে উহা গণ্য হবে। তবে গবাদি পশুর বৃদ্ধি পেলে এবং ব্যবসায় লাভ হলে তা মূলের সাথে সংযুক্ত হবে। (৪) যাকাত কাফির বা মুরতাদের উপর ওয়াজিব নয়। (৫) ঐ গবাদি পশুর

উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না যা মালিক নিজ সম্পদ দ্বারা প্রতিপালন করেন। যেমন পশুকে যদি তার খাদ্য কিনে খাওয়াতে হয় তাহলে ঐ পশুর উপর যাকাত হবে না।

যাকাতের নিসাব পরিমাণ : যে পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফারয হয় এবং সে পরিমাণ অপেক্ষা কম থাকলে যাকাত ফারয হয় না। ঐ পরিমাণ মালকে ইসলামী পরিভাষায় নিসাব বলা হয়।

রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : **রৌপ্য** মুদ্রার নিসাব দুইশত দিরহাম অর্থাৎ **সাড়ে বায়ান্ন খাঁটি রূপা**। কারণ এক দিরহামের পরিমাণ এক মিসকালের দশ ভাগের সাত অংশ মিসকাল সাড়ে চারিমাসা পরিমাণ এবং বার মাসায় এক তোলা হয়। (অতএব এ হিসাব অনুযায়ী ২০০ (দু' শত) দিরহামের পরিমাণ বায়ান্ন তোলা আট আনা হবে) **স্বর্ণের** নিসাব বিশ মিসকাল। **অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা খাঁটি সোনা** হলে যাকাত ফারয। **উটের** নিসাব **পাঁচ উট,** ছাগলের নিসাব চল্লিশ এবং **ভূমি ও বাগানের ফসল পাঁচ ওয়াসাক** হলে যাকাত প্রদান করতে হবে।

ফসলের উশর : পাঁচ ওয়াসাক যার পরিমাণ হিজাযী সা' অনুযায়ী ১৯ মণ ১২ সেরের কাছাকাছি বা ৭১৭ কেজির মত। (আত-তাহরীক ১১তম বর্ষ, ১২ তম সংখ্যা)

মোটকথা : পাঁচ ওয়াসাক বলতে ২ কেজি ৪০ গ্রামের ভিত্তিতে ৭২০ কেজি হয়- (মাজমুআ ফাতাওয়া, উসাইমীন- ১৮/৫৮)। সুতরাং যে জমিতে ৭২০ কেজি খাদ্য শস্য উৎপাদন হবে তা থেকে ২০ ভাগের ১ ভাগ (সেচের মাধ্যমে) এবং ১০ ভাগের ১ অংশ (সেচ ছাড়া) হারে উশর (যাকাত) আদায় করতে হবে।

ব্যবসা : যে মালের দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য করা হচ্ছে তার নিসাবও দুইশত দিরহাম। সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা কিংবা সাড়ে সাত তোলা খাঁটি সোনার মূল্যের সমান হলেই তাতে যাকাত প্রদান করতে হবে। **এ রকম হলে যাকাত দিতে হবে না।** (ইরওয়া ৩য়খণ্ড হা: ৮১৫ বরাতে আদর্শ নারী ১৪৪ পৃষ্ঠা)

রিকাযের কোন নিসাব নেই। এ অল্প বিস্তর সমস্তের মধ্যেই পঞ্চম অংশ যাকাত ফারয। অন্ধকার যুগের ভূ-পতিত সম্পদকে রিকায বলা হয়- (সহীহ আত্-তিরমিযী হা: ৬৪২)। **মা'দন** অর্থাৎ খনিজ দ্রব্যের নিসাব স্বর্ণ-রৌপ্যের সমান।

যে সমস্ত মালের যাকাত দেয়া ফারয ও তার নিসাবের পরিমাণ :

আল্ল-হ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

যারা সোনা, রূপা জমা করে রাখে এবং তা আল্ল-হর রাস্তায় ব্যয় করে না, তাদের কঠিন আযাবের সংবাদ দাও। (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ ৩৪)

নগদ টাকা, সোনা, রূপা ইত্যাদির যাকাত : (ক) সোনা : ২০ দীনার বা ৮৫ গ্রাম ওজনের অর্থাৎ **সাড়ে সাত তোলা** সোনা হলে তাতে ৪০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ

শতকরা আড়াই ভাগ। **(খ) রূপা :** এটা যখন ৫৯৫ গ্রাম অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা হবে তখন শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে- (বুখারী হা: ১৩৮৮)। **(গ) নগদ টাকা :** এটা সোনা বা রূপা যে কোন একটির নিসাব পরিমাণ নগদ টাকা থাকলেই যাকাত দিতে হবে শতকরা আড়াই ভাগ। (আদর্শ নারী যাকাত অধ্যায় ১৪৩ পৃষ্ঠা)

ব্যবসার জিনিসের যাকাত : যে সমস্ত জিনিস ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন : জায়গা-জমিন, খাদ্য, পানীয়, লোহা, গাড়ী, কাপড় ইত্যাদি দোকানে ছোট-বড় জিনিস আছে প্রত্যেক দোকানদারের উপর ওয়াজিব হচ্ছে এসবের তালিকা উত্তমরূপে প্রস্তুত করা। তারপর ঐ হিসাব মত যাকাত আদায় করতে হবে। তবে হাঁ যদি এই কাজ তার উপর বেশী কষ্ট হয় তবে একটি পরিমাণ করে তার উপর যাকাত দিতে হবে।

(আল আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ও সালাত আক্বীদাহ আল-ইসলাম-মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনূ ৪১, ৪২ পৃঃ)

ব্যবসার মাল : সাড়ে সাত তোলা খাঁটি সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার দামের পরিমাণ ব্যবসার মাল থাকলে শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

(আদর্শ নারী যাকাত অধ্যায় ১৪৩ পৃষ্ঠা)

প্রশ্ন : উশর ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য আছে কী?

উত্তর : (১) যাকাত দেয়ার জন্য এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত। কিন্তু উশরের জন্য তা নয়। বরং ফসল যখনই উৎপন্ন হয়ে হস্তগত হবে তখনই উশর দিতে হবে। (২) যাকাতের ব্যাপারে ঋণ পরিশোধ করার পর নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফার্‌য হয়, কিন্তু উশর আগে বের করে পরে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। (৩) উশর ফার্‌য হওয়ার জন্য জমির মালিক হওয়া শর্ত নয়। কিন্তু যাকাত ফার্‌য হওয়ার জন্য সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত- (উশর- অধ্যাপক মুজিবর রহমান, ২০ পৃষ্ঠা)। (৪) নিসাবগত পার্থক্য : সাধারণ সম্পদের নিসাবের পরিমাণ ৮৫ গ্রাম বা সাড়ে ৭ ভরি স্বর্ণের মূল্য অথবা ৫৯৫ গ্রাম বা সাড়ে ৫২ তোলা রৌপ্যের মূল্য। আর উশরের জন্য নিসাব হচ্ছে ৭২০ কেজি শস্য।

জমিনের ভিতর হতে যে সমস্ত ফল ও ফসল বের হয় তার উশর (যাকাত) : আল্ল-হ তা'আলা বলেন : إِذَآ أَثۡمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ

আর তোমরা ফসলের হাক্বসমূহ আদায় কর যেদিন ফসল কর্তন কর সেদিনই- (সূরাহ্ আন-আম ১৪১)। রসূল ﷺ বলেছেন, যে ফসল বৃষ্টির পানিতে ও ভূ-গর্ভস্থ পানিতে উৎপন্ন হয় তার উপর ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে। আর যে ফসল সেচের দ্বারা উৎপন্ন হয় তাতে ২০ ভাগের ১ ভাগ দিতে হবে। (বুখারী হা: ১৩৮৭)

ফসল ও ফল এর নিসাব এর পরিমাণ হল : পাঁচ ওয়াসাক বা ৭২০ কেজি (কিলোগ্রাম)- (মাজমুআ ফাতাওয়া উসাইমীন ১৮/৫৮ বরাতে প্রশ্নোত্তরে যাকাতুল ফিতর ও উশর ৩০ পৃষ্ঠা)। যদি সেচ ছাড়াই উৎপাদিত হয় তখন ১০ ভাগের ১ ভাগ যাকাত দিতে হবে- (বুখারী হা: ১৩৮৮)।

উশর যোগ্য ফল-ফসলের তালিকা : যে সমস্ত দ্রব্যের ওজন ও স্থায়িত্ব আছে তথা ওজন ও জমা করে রাখা যায় সেগুলোরই উশর (যাকাত) আদায় করতে হবে। (আল-মুলাখ্‌খাসুল ফিকহী ১/৩৩৯)

যেমন : যব, গম, ভুট্টা, ধান, কালাই, বুট, সরিষা, চা, কফি ইত্যাদি সকল দানা জাতীয় খাদ্য শষ্য। (আল-মুলাখ্‌খাসুল ফিকহী ১/৩৩৫)

যে সমস্ত ফল-ফসল ও দ্রব্যের উপর উশর (যাকাত) নেই : যা ওজন ও জমা করে সংরক্ষণে রাখা যায় না তার কোন উশর (যাকাত) লাগবে না। যেমন : আখরোট, আপেল, কুল ফল, পিয়ারা জাতীয় এক প্রকার ফল, ডালিম, কমলা, কলা, নারিকেল, আম, আঙ্গুর ইত্যাদি।

সকল কাঁচা সবজিতে কোন উশর (যাকাত) নেই। (তিরমিযী হাঃ ৬৪৮)

যেমন : মুলা, রসুন, পিয়াজ, খাজুর, তরমুজ, শসা, ক্ষীরা, বেগুন, আখ, বাশ/বেনু, বন-জঙ্গল, আলু, লাউ, কুমড়া, ঢেঁড়শ, টমেটো, খড়ি, ঘাস, নাসপতি, ডুমুর, তুলা ইত্যাদি।

এখানে তুলায় দু'টি মত আছে তবে বিশুদ্ধতম মত হলো তুলায় উশর (যাকাত) লাগবে না। (আল-মুলাখ্‌খাসুল ফিকহী ১/৩৩৯, ফাতাওয়া লাজনা- ৯/২৪০, ৩৩৩, ৩৪২)

মিশ্‌ক আম্বর, মনি, মুক্তা, লৌহিত বর্ণ প্রস্তর, শ্বেত পাথর এবং সমুদ্র হতে যে সমস্ত দ্রব্য বের হয় তাতে যাকাত নাই। যে সমস্ত পশু ও বাহন ভাড়াতে খাটানো হয় তারও যাকাত দিতে হবে না। (মুয়াত্তা, মুসনাদ, আবূ দাউদ, ও আহমাদ)

(৪) **গবাদি পশু :** এগুলোর মধ্যে শামিল হবে গরু,ছাগল, উট ইত্যাদি গৃহপালিত পশু। তবে এতে শর্ত হল এগুলো মাঠে চরা পশু হতে হবে এবং এগুলো দুধ কিংবা আর্থিক লাভের জন্য পালন করা হবে। আর তাদের নিসাব পূর্ণ হতে হবে। মাঠে চরার শর্ত হল, সমস্ত বছর বা বছরের বেশীর ভাগ সময় চরতে হবে। যদি তা না হয় তাহলে যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু ব্যবসার জন্য যদি তাদের পালন করা হয় তবে তা মাঠে চরানো হোক কিংবা ঘরে ঘাস খাক, তার যাকাত হবে ব্যবসার নিসাব পরিমাণ মত। **(ক) উট :** এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হল ৫টি। এর যাকাত দিতে হবে ১টি ছাগল। **(খ) গরু :** এর সর্বনিম্ন নিসাব হল ৩০টি। এর যাকাত দিতে হবে ১ বছরের ১টি বাছুর। **(গ) ছাগল :** এর সর্বনিম্ন নিসাব হল ৪০টি। এর যাকাত দিতে হবে ১টি ছাগল। উল্লেখ্য এই সমস্ত পশুর উপর তখনই যাকাত ওয়াজিব হবে যখন এগুলো সারা বছর মাঠে চরে খাবে।

পশুর নিসাব ও যাকাত এর বিস্তারিত তালিকা :

গরু ও মহিষের যাকাতের হার–

১। ৩০টি হতে ৩৯টি পর্যন্ত ১ বৎসর বয়সের ১টি গরু বা মহিষ।

২। ৪০টি হতে ৫৯টি পর্যন্ত ২ বৎসর বয়সের ১টি গরু বা মহিষ।

৩। ৬০টি হতে ৬৯টি পর্যন্ত ১ বৎসর বয়সের ২টি গরু বা মহিষ।

৪। ৭০টি হতে ৭৯টি পর্যন্ত ২ বৎসর বয়সের ১টি ও ১ বছর বয়সের ১টি গরু বা মহিষ।

৫। ৮০টি হতে ৮৯টি পর্যন্ত ২ বৎসর বয়সের ২টি গরু বা মহিষ।

৬। ৯০টি হতে ৯৯টি পর্যন্ত ১ বৎসর বয়সের ৩টি গরু বা মহিষ।

৭। ১০০টি হতে ১টা ২বছর বয়সের ও ২টি ১ বছর বয়সের গরু বা মহিষ।

৮। ১২০টি পর্যন্ত ১ বছর বয়সের ৪টি গরু বা মহিষ।

(সহীহ আত্-তিরমিযী হাঃ ৬২৩ المغني خ ٢ ص ٤٢٨ বরাতে ইসলামের যাকাত বিধান ১৯৬, ১৯৭ পৃঃ)

ছাগল, ভেড়া ও মেষের যাকাতের হার :

১। ৪০টি হতে ১২০টি পর্যন্ত ১টি ছাগল/ভেড়া/মেষ।

২। ১২১টি হতে ২০০টি পর্যন্ত ২টি ছাগল/ভেড়া/মেষ।

৩।২০১টি হতে ৩৯৯টি পর্যন্ত ৩টি ছাগল/ভেড়া/মেষ।

৪। অতঃপর প্রতি ১০০টির জন্য ১টি করে বাড়বে। (সহীহ আত্-তিরমিযী হাঃ ৬২১)

উটের যাকাতের হার :

১। ৫টি হতে ৯টি পর্যন্ত ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

২। ১০টি হতে ১৪টি পর্যন্ত ২টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

৩। ১৫টি হতে ১৯টি পর্যন্ত ৩টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

৪। ২০টি হতে ২৪টি পর্যন্ত ৪টি ছাগল যাকাত দিতে হবে।

৫। ২৫টি হতে ৩৫টি পর্যন্ত ২ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত দিতে হবে।

৬। ৩৬টি হতে ৪৫টি পর্যন্ত ৩ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত দিতে হবে।

৭। ৪৬টি হতে ৬০টি পর্যন্ত ৪ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত দিতে হবে।

৮। ৬১টি হতে ৭৫টি পর্যন্ত ৫ বছর বয়সের ১টি উটনী যাকাত দিতে হবে।

৯। ৭৬টি হতে ৯০টি পর্যন্ত ৩ বছর বয়সের ২টি উটনী যাকাত দিতে হবে।

১০। ৯১টি হতে ১২০টি পর্যন্ত ৪ বছর বয়সের ২টি উটনী যাকাত দিতে হবে।

১১। ১২০ এর বেশী হলে প্রতি ৪০টির জন্য ১টি করে ৩ বছর বয়সের উটনী এবং এরপরে; প্রতি ৫০টি উটে ৪ বছর বয়সের ১টি উটনী দিতে হবে। (বুখারী হাঃ ১৩৬১)

যাকাত না দেয়ায় দুন্ইয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তি :

আল্ল-হ তা'আলা বলেন :

وَمَآ اَرْسَلْنَا فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٣٥﴾

অর্থাৎ যারা সোনা, রুপাকে জমা করে রাখে এবং তা আল্ল-হর রাস্তায় ব্যয় করে না তাদের কঠিন আযাবের সংবাদ দাও। ক্বিয়ামাতের দিন ঐ সমস্ত ধাতুকে গরম করে এর দ্বারা তাদের কপালে, শরীরের পার্শ্বে ও পিঠে ছেক দেয়া হবে। (আর বলা হবে) এটা হচ্ছে ঐ সম্পদ যা তোমরা জমা করে রেখেছিলে নিজেদের জন্য। আর ঐ জিনিস জমা রাখার শাস্তি গ্রহণ কর। (সূরাহ্ আত্-তওবাহ ৩৪-৩৫)

আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ রসূল ﷺ হতে বলেন : (সম্পদের অধিকারী কোন ব্যক্তি যদি যাকাত না দেয় তবে ক্বিয়ামাতের দিন ঐ সমস্ত জিনিসকে জাহান্নামের আগুনে গরম করে পাত বানানো হবে, তারপর এর দ্বারা তার পার্শ্ব, কপাল ও অন্যান্য অঙ্গে ছেক দেয়া চলতে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্ল-হ তা'আলা বিচার শেষ করেন। ঐ দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। তারপর তার নির্দিষ্ট স্থান হবে হয় জান্নাত না হয় জাহান্নাম। (মুসলিম হাঃ ২১৬১)

রসূল ﷺ আরো বলেন, যে ব্যক্তিকে আল্ল-হ তা'আলা সম্পদের অধিকারী করেছেন, তিনি যদি যাকাত আদায় না করেন তবে ঐ সম্পদকে এক শক্তিশালী টাক মাথা, দু' শিংওয়ালা রূপে উঠানো হবে যা তাকে ক্বিয়ামাতের দিন আঘাত করতে থাকবে। তারপর তাকে দাঁত দিয়ে কামড়াবে ও বলবে : আমি তোমার মাল, আমি তোমার গুপ্ত সম্পদ- (বুখারী হাঃ ৬৪৭৪)। তারপর রসূল ﷺ তিলাওয়াত করেন :

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهٖ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

অর্থাৎ আল্ল-হ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে। বরং এটা তাদের পক্ষে একান্তই ক্ষতিকর প্রতিপন্ন হবে। যাতে তারা কার্পণ্য করে সে সমস্ত ধন-সম্পদকে ক্বিয়ামাতের দিন তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে।

(সূরাহ্ আলে ইমরান ১৮০)

রসূল ﷺ আরো বলেন : যাদেরকে উট, গরু বা ছাগলের অধিকারী করা হয়েছিল , কিন্তু তারা তাদের যাকাত আদায় করেনি, তখন ঐ পশুদের ক্বিয়ামাতের দিন উপস্থিত করা হবে আরো বড় ও মোটা করে। তখন তারা তাদের মালিককে শিং ও পা দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। যখন একটি ক্লান্ত হয়ে যাবে তখন অন্যটি শুরু করবে। আর এটা চলতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না বিচার শেষ হবে। (মুসলিম হাঃ ২১৬৮)

যাকাত না দেয়ায় দুন্‌ইয়ার শাস্তি : যারা যাকাত দেবে না তাদের জন্য পরকালীন শাস্তির সঙ্গে দুন্‌ইয়ার শাস্তিও রয়েছে। যেমন, নাবী ﷺ বলেন, যেসব লোক যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্ল-হ তাদের কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করবেন।

অন্যত্র বলা হয়েছে : যে জাতি যাকাত দেয় না, তাদের উপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেয়া হবে (হাকিম বলেন, ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী হাদীসটি সহীহ) অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে : স্থল ও জলভাগে যে ধন-সম্পদ নষ্ট হয় তা শুধু যাকাত বন্ধ করার দরুন। যে সম্পদে যাকাত দেয়া হয় না সে সম্পদ আল্ল-হ বিনষ্ট করেন। (কনযুল উম্মাল)

[সূত্র : ইসলামের যাকাত বিধান, মূল : ড. ইউসুফ আল কারযাভী, অনু : মাওলানা আবদুর রহীম (রহ.) ৯২ পৃষ্ঠা]

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে : যাকাত যে মালের সাথে মিশ্রিত হয়ে থাকে তা অবশ্যই বিপর্যয়ের শিকার হবে। (মিশকাত হা: ১৭০১/২২)

যাকাত না দেয়ার শার'ঈ শাস্তি : যারা যাকাত দেবে না, অস্বীকার করবে দিতে তাদের জন্য শারঈ সম্মত শাস্তিও রয়েছে। নাবী কারীম ﷺ বলেন : যে লোক সাওয়াব লাভের আশায় যাকাত দেয়, সে তার সাওয়াব অবশ্য পাবে। আর যে তা দিতে চাইবে না আমি তা অবশ্যই গ্রহণ করব তার সম্পদ থেকে। আর এ হচ্ছে আমাদের রব প্রভু প্রতিপালকের বহু সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তের অন্যতম। মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশের লোকদের পক্ষে তা থেকে কিছু গ্রহণ করা হালাল নয়। (বায়হাকী ও আবূ দাউদ)

উল্লিখিত হাদীস থেকে আমরা কয়েকটি বিষয় জানতে পারছি, আর তা **হল, প্রথমতঃ** যাকাত দিতে হবে সাওয়াবের আশায় আর এর প্রতিদান পাওয়া যাবে কাল ক্বিয়ামাতে আল্ল-হর কাছে। **দ্বিতীয়তঃ** কৃপণতা, লাভ-লালসা কিংবা অন্য কোন কারণে যাকাত দিতে অস্বীকার করলে তার কাছ থেকে শক্তিবলে তা আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে তার যাকাত ছাড়াও অর্ধেক সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে যাকাত দিতে অস্বীকৃতির কারণে। কেননা সে তার সম্পদে আল্ল-হর নির্ধারিত হাক্ব গোপন করেছে ও অস্বীকার করেছে। **তৃতীয়তঃ** এরূপ কঠোরতা অবলম্বনের কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রে গরীব-মিসকীনদের হাক্ব আদায়ের বাধ্যবাধকতা। কেননা আল্ল-হই তাদের জন্য যাকাত ফার্‌য করেছেন। প্রয়োজনে যুদ্ধের অনুমতিও রয়েছে, তবুও কোনরূপ শৈথিল্য প্রদর্শনের সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে সূরাহ্ আত্-তাওবাহ ১০৩ নং প্রদত্ত নির্দেশ, রসূল ﷺ কর্তৃক যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

(ইসলামের যাকাত বিধান ৯৩ পৃষ্ঠা)

যাকাত অমান্যকারী কাফির : ইসলামী শারী'আতে যাকাত ফার্‌য এবং এটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর অস্বীকারকারীকে ও এর অমান্যকারীকে "আলিমগণ কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং বলেছেন যে, ধনুক থেকে যেমন তীর বের হয়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে সেও ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।

ইমাম নাবাবী (রহ.) বলেন : যাকাত দেয়া ফার্‌য এ কথা স্বীকার করে কেউ যদি তা দিতে অস্বীকার করে তাহলে দেখতে হবে সে নওমুসলিম কিনা যে এ সম্পর্কে না জানার

দরুন কিংবা সমাজ-সভ্যতা থেকে দূরে বিচ্ছিন্ন অবস্থানের কারণে এরূপ করেছে। এরূপ হলে তাকে কাফির বলা যাবে না। তাকে তখন ভালভাবে জানাতে ও বোঝাতে হবে এবং তারপর তার কাছ থেকে যাকাত নিয়ে নিতে হবে। এ সময় যদি সে দিতে অস্বীকার করে তাহলে কাফির বলতে হবে।

কিন্তু যদি এমন হয় যে, লোকটি মুসলিম, মুসলিম সমাজেই বাস, এ বিষয়ে কোন কিছুই তার অজানা নয়, তারপরও সে অস্বীকার করছে, তবে সেক্ষেত্রে সে নির্ঘাত কাফির বলে গণ্য হবে। তার উপর মুরতাদ হবার শাস্তি কার্যকর হবে। প্রথমে তাকে তাওবাহ করতে বলা হবে, তাওবাহ না করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। কেননা যাকাত ফারয হবার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। তা দীন ইসলামের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ। কাজেই একে অস্বীকার করা হলে আল্ল-হকেই অস্বীকার করা হয়, রসূল ﷺ-কেও অমান্য করা হয়। অতএব তার কাফির হবার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ থাকে না। ইবনু কুদামা প্রমুখ বড় বড় ফিক্বাহবিদেরও এ মত। ফক্বীহদেরও এ মত। জানা বুঝার পরও যারা যাকাতকে উপেক্ষা ও অবহেলা চোখে দেখে এবং বলে যে, তা এ যুগের উপযুক্ত নয়, তারা মুসলিম সন্তান হলেও এবং মুসলিম পিতা-মাতার আশ্রয় লালিত হলেও তাদের এ কাজ সুস্পষ্ট মুরতাদ হবার কাজ যদিও তাদের শাসনের জন্য আবূ বাক্‌র ؓ-এর মত খালীফাহ্ নেই। (আবুল হাসান নদভী লিখিত পুস্তকের বরাতে ইসলামের যাকাত বিধান ১০২ পৃঃ)

যাকাত অস্বীকারকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে যতক্ষণ না অস্বীকারকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নতি স্বীকার করে। এ ক্ষেত্রে আবূ বাক্‌র ؓ-এর নীতি আর্দশ অনুসরনীয়। এ প্রসঙ্গে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করা হলো ঃ "আল্ল-হর কসম! আমি সেসব লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব যারা সলাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে। কেননা যাকাত হল মালের অধিকার। আল্ল-হ কসম! তারা যদি রসূল ﷺ-এর যুগে প্রদত্ত উটের রশিটি দিতেও অস্বীকার করে তবে তাদের এই অস্বীকৃতির দরুন আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব। যারা যাকাত আদায় করবে না, তারা যে কুফরী করল এ সম্বন্ধে আল্ল-হ আ'আলা বলেন–

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ

অর্থাৎ "যদি তারা তাওবাহ্ করে এবং সলাত কায়িম করে এবং যাকাত আদায় করে তবে তাঁরা তোমাদের দীনি ভাই"– (সূরাহ্ আত্-তাওবাহ ১১)। এ আয়াত হতে এ কথা পরিষ্কার হচ্ছে যে, যারা সলাত আদায় করবে না এবং যাকাত প্রদান করবে না তারা তোমাদের দীনী ভাই নয়। বরং তারা কাফির। এজন্য আবূ বাকর ؓ : ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন যারা সলাত ও যাকাতকে আলাদা করেছিল এবং সলাত কায়িম রেখেছিল কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করেছিল। আর সমস্ত সহাবী কিরাম তার ঐ জিহাদকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

(মুহাম্মদ বিন জামীল যাইনূকৃত আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ও আল আকীদাহ আল ইসলামীয়্যাহ বাংলা ৪২ পৃষ্ঠা)

যাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না : যাদের উপর খরচ করা বাধ্যতামূলক তাদের যাকাত দেয়া যাবে না। যেমন পিতা-মাতা, সন্তান, স্ত্রী। আর যার পক্ষে উপার্জন করার মত শক্তি আছে, তার জন্য যাকাত নেয়া জায়িয নয়, কারণ রসূল ﷺ বলেন ঃ ধনী বা কর্মক্ষম যারা তাদের এতে কোন অংশ নেই। (আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, মিশকাত হাঃ ১৭৩৮/১০)

রসূল ﷺ আরো বলেছেন : নিশ্চয় যাকাত ও সদাক্বাহ্ মুহম্মাদ ﷺ-এর বংশধরদের জন্য নয়। (মুসলিম, মিশকাত হাঃ ১৭৩১/৩)

যাকাত কোথায় ও কাকে দিতে হবে : যাকাত কোথায় ব্যয় করতে হবে এ সম্বন্ধে আল্ল-হ তা'আলা বলেন-

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ "সদাক্বাহ্ পাবার যোগ্যতা রাখে শুধুমাত্র ফকির, মিসকীন, যাকাত সংগ্রহকারী, যাদের অন্তরে (ইসলামের প্রতি) ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা আছে, আর ক্রীতদাস মুক্তিতে,ঋণগ্রস্তরা, আর যারা আল্ল-হ তা'আলা রাস্তায় আছে, আর রাস্তার পথিক। এটা আল্ল-হর তরফ থেকে ফার্‌য। আল্ল-হ তা'আলা সমস্ত কিছু জ্ঞাত আছেন, আর তিনি হিকমাতওয়ালা।" (সূরাহ্ আত্ তাওবাহ্ ৬০)

(সদাক্বাহ্ বলতে এ আয়াতে ফার্‌য যাকাতকে বুঝাচ্ছে) আল্ল-হ তা'আলা এ আয়াতে ৮ ধরনের লোকের কথা বলেছেন যাদের প্রত্যেকেই যাকাত পাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

১। **ফকির :** ফকির ঐ ব্যক্তি, তার যা প্রয়োজন, তার অর্ধেকেরও তিনি মালিক নন। অথবা তার থেকেও কম। তিনি মিসকীনের থেকেও বেশী অভাবী।

২। **মিসকীন :** মিসকীন ঐ ব্যক্তি–যিনি অভাবী, কিন্তু ফকিরের চেয়ে উত্তম। যেমন তার প্রয়োজন ১০ টাকার, তার নিকট আছে ৭ টাকা। ফকির হলো মিসকীনের থেকেও বেশী অভাবী তার দলিল হচ্ছে আল্ল-হ তা'আলার কথা–

أَمَّا السَّفِيْنَةُ فَكَانَتْ لِمَسٰكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِى الْبَحْرِ

অর্থাৎ আর ঐ নৌকা যা ছিল কয়েকজন মিসকীনের, যারা সমুদ্রে কাজ করত।

(সূরাহ্ কাহাফ ৭৯)

আল্ল-হ তা'আলা এ আয়াতে তাদের মিসকীন বলেছেন যদিও তারা একটা নৌকার মালিক ছিলেন। ফকির ও মিসকীনদের এ পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তাদের পুরা বৎসর চলে যায়। কারণ, যাকাত প্রত্যেক বৎসরই ওয়াজিব হয়, তাই সে পূর্ণ এক বৎসরের মাল নিবে।

কতটা সাহায্য প্রয়োজন : এতে শামিল হল খানা, পোষাক, বাসস্থান এবং অন্যান্য জিনিস যা ছাড়া বাঁচা সম্ভবপর নয়, তবে কোন অতিরিক্ত খরচ করা চলবে না।

আর যার নিকট থেকে সে যাকাত পাবে তার উপর সে বোঝা স্বরূপ হতে পারবে না। এ জন্য এ পরিমাণ এক এক যামানায়, এক এক এলাকায় ও ব্যক্তি হতে ব্যক্তিতে পার্থক্য হয়। যা এখানে এক ব্যক্তির চলে অন্যত্র হয়ত অন্য ব্যক্তির তাতে চলবে না। যা হয়ত অনেকের ১০ দিনের জন্য যথেষ্ট, তা হয়ত অন্য কারো এক দিনের খরচ। যাতে এই ব্যক্তির চলে তাতে অন্যের চলবে না, কারণ তার পারিবারিক খরচ বেশী।

'আলিমগণ ফাতাওয়া দেন যে, পূর্ণ প্রয়োজনীয়তার মধ্যে শামিল আছে রুগীর চিকিৎসা, অবিবাহিতের বিবাহ, কিতাব পত্র ক্রয় ইত্যাদি।

ফকির ও মিসকীনদের মধ্যে যারা যাকাত নিবে তাদের অবশ্যই মুসলিম হতে হবে।

৩। যাকাত আদায়কারী : তারা হচ্ছেন ঐ সমস্তলোক যাদেরকে দেশের ইমাম বা তার নায়েব নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাকাতের মাল সম্পদ জমা করা, হিফাজত করা এবং বন্টন করার জন্য। তাদের মধ্যে আছে মাল জমাকারী, হিফাজতকারী, লেখক, হিসাবরক্ষক, পাহারাদার, একস্থান হতে অন্যস্থানে পরিবহনকারী এবং যারা তা বিলি-বন্টন করে তারাও।

তাদেরকে তাদের কাজ অনুযায়ী বেতন দেয়া হয়, যদিও সে ধনী হোক না কেন, যদি সে মুসলিম, প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী এবং কর্মপটু হয়। তবে যদি তিনি বনু হাশেম গোত্রের হন তাহলে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। কারণ রসূল ﷺ বলেছেন : "নিশ্চয়ই যাকাত ও সদাক্বাহ্ মুহাম্মদ ﷺ-এর বংশধরদের জন্য নয়। (মুসলিম)

৪। যাদের অন্তর ইসলামের দিকে ঝুঁকেছে : তারা হচ্ছে ঐ সমস্ত নেতৃস্থানীয় লোক যাদেরকে বংশের লোকেরা মান্য করে এবং আশা করা যায় যে, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। অথবা তার ঈমানী শক্তি এবং ইসলাম গ্রহণ উদাহরণ হবে অন্যদের সম্মুখে, অথবা মুসলিমদের রক্ষা বা তার ক্ষতি হতে বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

তাদের সাহায্য করা এখনো চলছে, এটা মনসূখ (বাতিল) হয়নি। তাদেরকে যাকাত হতে এমন পরিমাণ মাল দেয়া হবে যাতে তারা ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তাকে সাহায্য করে এবং কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে তার বিরোধিতা করে। এই অংশ কাফিরকেও দেয়া চলে। কারণ তার সফওয়া ইবনু উমাইয়াকে হুনাইন যুদ্ধের গনীমাত দিয়েছিলেন। আর এটা মুসলিমকেও দেয়া চলে। কারণ রসূল ﷺ আবূ সুফিয়ান ইবনু হারবকে দিয়েছিলেন। তেমনিভাবে আক্রা ইবনু হাবেসকেও দিয়েছিলেন। তারপর উয়াইনাহ্ ইবনু মিহসানকেও দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেককে তিনি একশত করে উট দিয়েছিলেন। (মুসলিম)

৫। ক্রীতদাস মুক্তিতে : এর মধ্যে শামিল আছে দাসদের মুক্ত করা। যারা মুক্তির ব্যাপারে লিখেছে তাদেরও সাহায্য করা। তারপর যারা শত্রুর হাতে বন্দী হয়েছে, তাদেরও মুক্ত করা। কারণ, ঐ ব্যক্তি ঐ ঋণগ্রস্তদের দলে শামিল হবে যাকে ঋণের

বোঝা হতে মুক্ত করা হয়। সাহায্য করা তাকে আরও বেশী উচিত এজন্য যে, হয়ত শত্রুরা তাকে হত্যা করবে অথবা অত্যাচারের কারণে সে ইসলাম ত্যাগ করবে।

৬। ঋণগ্রস্ত : তারা হচ্ছে ঐ ব্যক্তিরা যারা দেনা করেছেন এবং শোধ করার ওয়াদা করেছেন। দেনা দুই রকমের হতে পারে :

(ক) কোন ব্যক্তি তার জায়িয প্রয়োজনের জন্য ঋণ গ্রহণ করেছে। যেমন তার খরচ চালানোর অথবা পোশাক ক্রয় বা বিয়ে বা চিকিৎসার জন্য, অথবা বাড়ী নির্মাণ বা আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য ঋণ করেছে। অথবা অন্য কারো কোন জিনিস ভুলক্রমে অথবা বেখেয়ালে নষ্ট করেছে। তখন তাকে ঐ পরিমাণ টাকা দেয়া হবে, যাতে সে ঋণমুক্ত হতে পারে। হয়ত সে আল্ল-হ তা'আলার কোন হুকুম পালনের জন্য বা মুবাহ (বৈধ) কোন কাজ করার জন্য ঋণ করেছে।

এ দলে শামিল হতে হলে তাকে মুসলিম হতে হবে, এমন ধনী হওয়া চলবে না যাতে সে তার ঋণ নিজেই শোধ করতে পারে। তার ঋণ গ্রহণ কোন পাপ কাজের জন্য হয়নি। আর ঋণের শর্ত যদি এমন হয় যে ঐ বৎসর তা শোধ করতে হবে। এটা এমন কোন ব্যক্তির জন্য হবে যাকে আটকানোর ভয় আছে।

(খ) অপরের উপকার করতে ঋণগ্রস্ত হওয়া : যেমন দু' ব্যক্তির মধ্যে আপোষ করতে। আর এক্ষেত্রে যাকাতের টাকা নেয়া যাবে। কারণ, কুবাইসাহ ইবনু হিলালী ﷺ বলেন, আমি কোন ব্যক্তির ঋণের বোঝা গ্রহণ করেছিলাম। তারপর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন : তুমি এখানেই থেকে যাও যতক্ষণ না আমাদের নিকট যাকাত সদাক্বাহ্ টাকা আসে। তখন তোমার ঋণ শোধের জন্য মাল দিতে বলব।

তারপর বললেন : হে কুবাইসাহ! পরের নিকট ভিক্ষা করা তিন ধরনের লোক ছাড়া অন্যের জন্য জায়িয নয়। (এক) যখন কোন ব্যক্তি অন্যকে উপকার করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে তখন তার জন্য অন্যের নিকট সওয়াল করা হালাল। যখন উহা শোধ হয়ে যাবে, তখন আর সওয়াল করবে না।

(দ্বিতীয়) ঐ ব্যক্তি যার এত বেশী প্রয়োজন পড়েছিল যে, টাকা ধার ছাড়া চলে না, তখন তার জন্য সওয়াল করা হলাল যাতে করে সে কোনক্রমে বাঁচতে পারে। (তৃতীয়) ঐ ব্যক্তি যাকে অভাব পাকড়াও করেছে। তারপর অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, তার জাতির কমপক্ষে তিনজন বুদ্ধিমান লোক বলেছে সত্যিই জায়িয হবে। এর বাইরে যে সমস্ত সওয়াল করা হবে, কুবাইসাহ! তা হারাম। এ ধরনের সওয়ালকারী হারাম দ্বারা পেট পূর্ণ করে। (আহমাদ, মুসলিম)

যাকাতের মাল দিয়ে মৃত ব্যক্তির ঋণও শোধ করা যায়। কারণ এক্ষেত্রে মলিকত্ব শর্ত নয়। এক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। কারণ, আল্ল-হ তা'আলা তাদের পক্ষে যাকাত নির্দিষ্ট করেছেন, তাদের জন্য নয়।

৭। আল্ল-হর রাস্তায় : ঐ সমস্ত লোক যারা দীনের কাজ করে, সরকারী তহবিল হতে কোন বেতন না নিয়ে। এই দলে গরীব ও ধনী উভয়েই শরীক হবে। এতে আরো আছে, যারা আল্ল-হর রাস্তায় জিহাদ করবে তারাও। এতে অন্যান্য উত্তম কাজ শামিল কবে না। কারণ, আয়াতে এই দলকে আলাদা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাতে পূর্বের দলগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আল্ল-হর রাস্তায় সব ধরনের জিহাদ শামিল হবে। যেমন চিন্তাভাবনার দ্বারা জিহাদ, যারা ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি। আর যারা নানা ধরনের সন্দেহের দোলায় দুলছে তাদের সন্দেহ দূর করার জন্যও। সে সমস্ত ধ্বংসকারী দল ইসলামের ক্ষতি করছে তাদের বিরুদ্ধে। যেমন প্রয়োজনীয় ইসলামী গ্রন্থ ছেপে বিলি করা, ভাল বিশ্বাসী ও মুখলেস লোকদের নিযুক্ত করা এবং কাফির, মুশরিক ও নাস্তিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করবে।

কারণ রসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর জান, মাল এবং কথার দ্বারা। (আবূ দাউদ, সহীহ সনদ)

ফী সাবীলিল্লাহ'র খাত সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত : ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্ল-হর পথে খাত সম্পর্কে প্রখ্যাত লেখক ও পণ্ডিত অধ্যাপক হাফিয শাইখ আইনুল বারী আলিয়াভী সাহেব তাঁর সিয়াম ও রামাযান নাম'ক পুস্তকে ১০৬ ও ১০৭ নং পৃষ্ঠা উল্লেখ করেন, যে এই ফী সাবীলিল্লার ব্যাখ্যায় (১) **ভারতীয় আহলে হাদীসদের বিশিষ্ট মনীষী ইমাম নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান (রহ.) বলেন,** এখানে সাবীলিল্লাহ বলতে আল্ল-হর পথ। আর জিহাদ যদিও আল্ল-হর সবচেয়ে বড় পথ, তথাপি এই খাতটিকে জিহাদের জন্য নির্দিষ্ট করার কোন কারণ নেই। বরং এ খাতটি এমন কাজে খরচ করা উচিত, যা আল্ল-হর পথের ভাবার্থ হয়। এখানে শব্দগতভাবে শব্দটির অর্থ আল্ল-হর পথ। এই পথের ব্যাখ্যায় শারী'আতের তরফ থেকে যখন কোন নির্দিষ্ট অর্থ বর্ণিত নেই তখন শব্দগত আভিধানিক অর্থই গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরো বলেন, যেসব 'আলিমগণ মুসলিমদের ধর্মীয় স্বার্থের সেবা করেন, তাঁদের উপরে ব্যয় করাও আল্ল-হর পথের মধ্যে গণ্য। কারণ, আল্ল-হর মালে তাঁদেরও অংশ আছে, চাই তাঁরা ধনী হোন কিংবা অভাবী। বরং ঐ উদ্দেশ্যে খরচ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রকৃত 'আলিমগণই নাবীদের উত্তরাধিকারী এবং মুহাম্মাদী শারী'আতের ঝাণ্ডবাহী। (আর রওযাতুন নাদিয়্যাহ, ১ম খণ্ড, ২০৬-২০৭ পৃঃ)

(২) **মিসরের আধুনিক গবেষক আল্লামা রশীদ রেযা বলেন,** বর্তমান যুগে আল্ল-হর পথে খরচ সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এই যে, ইসলামের জন্য মুবাল্লিগ তৈরী করা এবং তাদের যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করা। যেমন কাফিররা তাদের ধর্ম প্রচারের জন্য করে থাকে যেখানে সশস্ত্র যুদ্ধ সম্ভব নয় সেখানে কলম ও মুখে ইসলামী তাবলীগ করতে কাফিরদের মোকাবেলায় ইসলামের হিফাযাত করার জন্য 'ফী সাবীলিল্লার খাতটি খরচ করতে হবে। (তাফসীর আলমানার ১০ম খণ্ড, ৫৮৫-৫৯৮ পৃঃ)

(৩) আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক চ্যান্সেলর শায়খ হাসনায়ন মাখলুফকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, জনকল্যাণমূলক ধর্মীয় সংগঠনে যাকাত-ফিতরা দেওয়া যায় কিনা? উত্তরে তিনি জায়িযের ফাতাওয়া দেন।

(ফাতাওয়া শাররিয়্যাহ লিশশায়খ মাখলুক ফিকহুয যাকাত, ২য় খণ্ড, ৩৯০ পৃঃ)

(৪) বর্তমান আরব জগতের প্রতিথযশা গবেষক, কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআত কলেজের ডীন ডঃ আল্লামা ইউসুফ আযহারী আল-কারযাভী বলেন, বর্তমান যুগে ফী সাবীলিল্লাহর সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাবার্থ হল প্রকৃত ইসলামী-জীবন জীবন্ত করার জন্য সেসব স্কীম নেওয়া যা ইসলামের সমস্ত বিধি-নিষেধ, আক্বীদাবলী, ধ্যান-ধারণা, নিদর্শনসমূহ, শারী'আতী আইনকানুন এবং ইসলামী চরিত্র বৈশিষ্ট্যাবলী ফুটিলে তোলার জন্য হয়। ঐ স্কীম যেন সমষ্টিগত এবং সুপরিকল্পিত হয়। বর্তমান যুগে ইসলামের আদর্শকে ব্যাপক প্রসারিত করার জন্য যে সব উদ্যোগ নেয়া জরুরী তার কতিপয় উদাহরণ আমি নিম্নে পেশ করছি। যা ফী সাবীলিল্লার মধ্যে গণ্য হতে পারে।

প্রকৃত ইসলাম পেশ করার জন্য তাবলীগী-সেন্টার কায়িম করা, যা দ্বারা পৃথিবীর কোনে কোনে ধর্ম ও মতবাদের দ্বন্দ্বের মধ্যে অমুসলিমদের কাছে ইসলামের পয়গাম পৌছানো যায়। নিঃসন্দেহে এ কাজ জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ। এরূপ কোন খাঁটি ইসলামী পত্রিকাও প্রকাশ করা, যা পথভ্রষ্টকারী সাংবাদিকতা ও কাল্পনিক সাহিত্যের মধ্যে আল্লা-হর বাণীকে সোচ্চারে প্রচার করে, ইসলামের নামে মিথ্যাকলঙ্ক আরোপের প্রতিবাদ করে, সন্দেহ দূর করে এবং ইসলামকে সবরকম মনগড়া ব্যাখ্যা ও ভেজাল মতবাদ থেকে মুক্ত করে তার প্রকৃত রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে। এ কাজও নিঃসন্দেহে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ।

এমন ধর্মীয় বই ব্যাপকহারে প্রকাশ করা যা বুনিয়াদী গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং যা ইসলামকে কিংবা ইসলামের কোন একটি বিষয়ের মাহাত্ম্যকে ফুটিয়ে তোলে, ইসলামী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং এর তত্ত্ব বিকশিত করে। এ কাজ জিহাদ ফী সাবীলিল্লারই সমার্থবোধক। পাকা ঈমানদার, আমানতদার এবং নিঃস্বার্থ ব্যক্তিদের ফ্রী করে দেওয়া যাতে তারা দীনের খিদমত করতে পারে, দীনের জ্যোতিকে নিখিল বিশ্বে বিকীর্ণ করতে পারে এবং খৃষ্টান মিশন, নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহিতা প্রভৃতি তুফানের মোকাবেলা করতে পারে-এ কাজও জিহাদ ফী সাবীলিল্লার মধ্যে গণ্য। মুসলিমদের উচিত যাকাত ব্যয় করার ব্যাপারে এরূপ কাজসমূহকে তারা যেন প্রাথমিক গুরুত্ব দেয়। কারণ, আল্লা-হর পরে ইসলামী সন্তানরাই ইসলামের মদদগার। বিশেষ করে এই যুগে যখন ইসলাম অসহায় এবং বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন। (ফিকহুয যাকাত, ৪০৫-৪০৭ পৃঃ)

৮। রাস্তার পথিক : ঐ মুসাফির, যে তার দেশ হতে অন্য দেশে গেছে, কিন্তু টাকার অভাবে নিজ গৃহে ফেরত যেতে পারছে না। তাকে ঐ পরিমাণ যাকাত দেয়া হবে যাতে করে নিজের গৃহে ফিরে আসতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে, তার এ সফর কোন পাপের হলে চলবে না।

বরং কোন ওয়াজিব, মুস্তাহব বা মুবাহ্ কাজের জন্য হতে হবে। আরো শর্ত হল, যদি সে কোথাও থেকে কর্জ পায় তবে সে যাকাত নিতে পারবে না ঐ যাকাতের মাল দেয়া যাবে।

যাকাত প্রদান সংক্রান্ত কয়েকটি জরুরী কথা

প্রথম : উল্লেখিত আট দলের যে কোন এক দলকে যাকাত দিলেও তা সহীহ হবে। যদিও তাদের প্রতিটি দলই পাওয়ার যোগ্য তবুও তাদের প্রত্যেক দলকে যাকাত দেয়াটা ওয়াজিব নয়।

দ্বিতীয় : যে ঋণভারে জর্জরিত তাকে এমন পরিমাণে যাকাত দেয়া চলে যাতে সে পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে ঋণমুক্ত হতে পারে।

তৃতীয় : যাকাত কোন কাফিরকে দেয়া যাবে না। সে মূলেই কাফির হোক বা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হোক না কেন। তেমনিভাবে সলাত ত্যাগকারী। কারণ তার ব্যাপারে সঠিক ফাতাওয়া হল সে কাফির। তবে সে যদি সলাত আদায় করতে রাজী হয় তবে তাকে যাকাত দেয়া যেতে পারে।

চতুর্থ : কোন ধনী ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া জায়িয নয়। রসূল ﷺ বলেন : যাকাতে কোন ধনী বা কর্মক্ষম ব্যক্তির অংশ নেই। (আবূ দাউদ, সহীহ সনদ)

পঞ্চম : যে সমস্ত বাড়ী-ঘর গাড়ী, ঘোড়া ইত্যাদি ভাড়ায় খাটানো হয় তাদের যাকাত হবে তাদের ভাড়ার মধ্যে যদি সেটা নগদ টাকায় মিলে এবং তাতে এক বৎসর পূর্ণ হয়, যদি এর পরিমাণ নিজে নিজে নিসাব পরিমাণ হয় অথবা ঐ টাকা অন্য টাকার সাথে মিশে নিসাব পরিমাণ হয়।

ষষ্ঠ : যদি স্বামী দরিদ্র হন তবে ধনী স্ত্রী তাকে যাকাত দিতে পারে। কারণ সহাবী আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ ﵁-এর স্ত্রী তাঁকে যাকাত এর মাল প্রদান করেছিলেন। আর রসূল ﷺ তা মনে নিয়েছিলেন।

সপ্তম : এক দেশের যাকাত অন্য দেশে দেয়া উচিত নয়। অবশ্যই যদি সেই রকম প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তবে দেয়া যেতে পারে।

যেমন দুর্ভিক্ষ অথবা ঐ দেশে কোন দরিদ্র ব্যক্তি না মিললে অথবা মুজাহিদের সাহায্য করার প্রয়োজন হলে। অথবা দেশের শাসক কোন জরুরী প্রয়োজনের খাতিরে তা করতে পারেন।

অষ্টম : যদি কেউ অন্য কোন দেশে সম্পদের অধিকারী হয় তবে সে দেশেই যাকাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব। তিনি এটা তার নিজের দেশে প্রেরণ করবেন যদি উপরোক্ত জরুরী কারণ সমূহের কোনটা দেখা দেয়।

নবম : কোন ফকিরকে ঐ পরিমাণ যাকাত দেয়া জায়িয যাতে তার পুরো বছর বা কয়েক মাসের চাহিদা মিটে।

দশম : সোনা ও রূপার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে সর্বাবস্থাতেই যদিও সেটা টাকা হিসাবে বা অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হোক বা অন্যকে ধার দেয়া হোক অথবা অন্য কোন অবস্থাতেই সেটা থাকুক না কেন। কারণ, সাধারণভাবে যে সমস্ত দলীল প্রমাণাদি পাওয়া যায় তাতে এটাই প্রমাণ করে। তবে কোন কোন "আলিম বলেন, যে গহনা পরিধান করা বা ধার দেয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয় তাতে যাকাত নেই। তবে প্রথম দলের কথাই অধিক ক্ববূল যোগ্য আর তার উপর 'আমাল করাই সঠিক হবে।

(সূত্র : আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান ও আল আক্বীদাহ্ আল ইসলামিয়্যাহ বাংলা ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা)

ঋণের যাকাত কিভাবে দিতে হবে? ঋণের যাকাত সম্পর্কে প্রশ্ন হচ্ছে, যে ব্যক্তি মালের প্রকৃত ঋণদাতা, সে যাকাত দেবে, না গ্রহণকারী দিবে? যে সে মাল ব্যয় করছে এবং তা দিয়ে লাভ পেয়েছে অথবা উভয়ই সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত? কিংবা উভয়েই সে যাকাত দিতে বাধ্য?

সহাবী ও তৎপরবর্তীকাল থেকে অধিকাংশ ফিকাহবিদ মনে করেন যে, ঋণ দু' প্রকারের : **(১) প্রথম প্রকার ঋণ হলো :** এমন ঋণ যা আদায় হওয়ার ও ফিরিয়ে পাওয়ার আশা আছে। যেমন একজন সচ্ছল ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করেছে, স্রোতা স্বীকারও করে, তার কাছ থেকে তা ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়ই আশা আছে। এরূপ অবস্থায় সে অর্থাৎ ঋণদাতা তার ও তার অন্যান্য হস্তবস্থিত মালামালের যাকাত দেবে। এ কথাটি উমার, উসমান, ইবনু উমার ও জাবির ইবনু আবদুল্লাহ প্রমুখ সহাবী থেকে বর্ণিত। জাবির ইবনু যায়দ, মুজাহিদ, ইবরাহীম ও মায়মুন ইবনু মাহরান প্রমুখ তাবিঈও এ মত পোষণ করেন।

(২) দ্বিতীয় প্রকার ঋণ হলো : যার ফেরত পাওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। হয়ত ঋণগ্রহীতা খুব অর্থকষ্টে দিন কাটাচ্ছে, তার সচ্ছলতার কোন সম্ভাবনা নেই। অথবা সে ঋণের কথা অস্বীকার করেছে কিংবা সে ঋণের প্রমাণপত্র কিছু নেই। এরূপ অবস্থায় কি করা হবে, সে পর্যায়ে কয়েকটি মত ব্যক্ত হয়েছে :

প্রথম : ঋণের টাকা যে কয় বছর পর ফেরত পাওয়া যাবে, তখনই সে কয় বছরের যাকাত একসাথে দিয়ে দিবে। আলী ও ইবনু আব্বাস এ মত দিয়েছেন।

দ্বিতীয় : ফেরত পাওয়ার পর মাত্র এক বছরের যাকাত দিবে। হাসান ও উমার ইবনু আব্দুল আযীয (রাযি.) প্রমুখ এ মত দিয়েছেন। আর সর্বপ্রকারের ঋণের ক্ষেত্রে তা ফেরত পাওয়ার আশা থাক আর না থাক; ইমাম মালিক (রহ.)-এর এটাই মত।

তৃতীয় : অতীত বছরগুলোর কোন যাকাত দিতে হবে না, সে বছরেরও কোন যাকাত দিতে হবে না- যে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া গেছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয় এ মত প্রকাশ করেছেন। ঠিক তেমনি নতুন পাওয়া মালের বছরটি গণনা করা হয়, এখানেও তাই করতে হবে।

ইমাম আবূ উবাইদ এ মত পোষণ করেন। তিনি উমার, উসমান, জাবির ও ইবনু 'উমার ﷺ থেকে বর্ণিত উচ্চমানের হাদীসসমূহের ভিত্তিতে বলেছেন, যে মালিক তার নিজ হাতে বর্তমান ধন-মালের সাথে তারও যাকাত প্রতি বছরই দিবে যতদিন সে ঋণ ধনশালী লোকদের উপর ধার্য থাকবে। কেননা তার প্রাপ্য টাকা তো তার নিজের হাতে ও ঘরে রক্ষিত ধন-মালের মতই।

এ ভয়ে সতর্কতা স্বরূপ ঋণের টাকার যাকাত তা ফেরত পাওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করার পক্ষে ইমাম আবূ উবাইদ মত দিয়েছেন। তাই ঋণের টাকার যে অংশই ফেরত আসবে তার যাকাত দিতে হবে।

আর যে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার কোন আশা নেই কিংবা প্রায় নৈরাশ্যজনক, সেক্ষেত্রে আলী ও ইবনু আব্বাস ﷺ-এর মতানুযায়ী 'আমাল করতে বলেছেন। আর তা হলো খুব তাড়াহুড়ো করে কোন যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। যখন তা নিজের হাতে ফেরত পাওয়া যাবে তখনই যাকাত দিতে হবে অতীত বছরগুলোর বাবদ, যেহেতু তা তার মালিকানায়ই রয়ে গেছে। তাহলে তার উপর আল্ল-হর যে হাক্ব ধার্য তা নাকচ হবে কেমন করে? মালিকত্ব তো সে আল্ল-হর কাছ থেকেই প্রাপ্ত।

ফেরত পাওয়ার আশা আছে যে ঋণ, তাতে আবূ উবাইদের মতকে আমরা সমর্থন করি। কেননা তা তো তার হাতের সম্পদের মতই। কিন্তু যে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়ার কোন আশা নেই, তা তার মূল মালিকানায় থাকলেও তার যাকাত দিতে হবে না। কেননা তার হাতে নেই। এমতাবস্থায় তার উপর তার মালিকত্ব অসম্পূর্ণ। আর অসম্পূর্ণ মালিকত্ব সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ নি'আমাত নয়। যাকাত তো সে পূর্ণাঙ্গ মালিকানার উপরই ধার্য হয়, যার সাথে অপর কারোর হাক্ব সম্পৃক্ত নয় এবং সে নিজ ইচ্ছামত তা ব্যয়-ব্যবহার করতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ মালিকত্বের দাবি হচ্ছে, মালিক তার মালিকানা ধন-সম্পদ নিজ ইচ্ছানুযায়ী ব্যয়-ব্যবহার করতে সক্ষম হবে। উপরিউক্ত অবস্থায় তা বাস্তবায়িত নয়। (ইসলামের যাকাত বিধান মূল- আল্লাম ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ মাওলানা আবদুর রহীম ১৫০-১৫২)

দ্বিতীয় প্রকার ঋণের মূল কথা হলো : ১। ঋণের টাকার যে অংশই ফেরত আসুক তার যাকাত দিতে হবে।

২। যে ঋণের টাকা পাওয়ার আশা নেই বা নৈরাশ্যজনক সেটা যখন নিজের হাতে ফেরত আসবে তখন পূর্বের বছরসহ যাকাত দিতে হবে।

৩। যে ধরনের টাকা ফেরত পাওয়ার আশা নেই তার যাকাত দিতে হবে না।

পরিশেষে আল্ল-হ তা'আলার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করছি।

যাকাত সম্পর্কীত আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন : প্রদত্ত্ব ঋণের যাকাত আদায় করার বিধান কি?

উত্তর : সম্পদ যদি ঋণ হিসেবে অন্যের কাছে থাকে, তবে ফিরিয়ে না পাওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত আবশ্যক নয়। কেননা তা তার হাতে নেই। কিন্তু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি সম্পদশালী লোক হয়, তবে প্রতি বছর তাকে (ঋণ দাতাকে) যাকাত বের করতে হবে। নিজের অন্যান্য সম্পদের সাথে তার যাকাত আদায় করে দিলে যিম্মামুক্ত হয়ে যাবে। অন্যথা তা ফেরত পাওয়ার পর হিসেব করে বিগত প্রত্যেক বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা তা সম্পদশালী লোকের হাতে ছিল। আর তা তলব করাও সম্ভব ছিল। সুতরাং ঋণদাতার ইচ্ছাতেই চাইতে দেরী করা হয়েছে।

কিন্তু ঋণ যদি অভাবী লোকের হাতে থাকে। অথবা এমন ধনী লোকের হাতে যার নিকট থেকে উদ্ধার করা কষ্টকর, তবে তার উপর প্রতি বছর যাকাত আবশ্যক হবে না। কেননা তা হাতে পাওয়া তার জন্য অসম্ভব। কেননা আল্ল-হ্ বলেন :

وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

"যদি অভাবী হয় তবে তাকে সচ্ছলতা পর্যন্ত অবকাশ দিবে।" (সূরাহ্ বাক্বারহ্ ২৮০)

অতএব তার জন্য সম্ভব নয় এ সম্পদ পূণরুদ্ধার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া। কিন্তু পূণরুদ্ধার করতে পারলে বিদ্বানদের মধ্যে কেউ বলেন, তখন থেকে নতুন করে বছর গণনা শুরু করবে। আবার কেউ বলেন, বিগত এক বছরের যাকাত বের করবে এবং পরবর্তী বছর আসলে আবার যাকাত আদায় করবে। এটাই অত্যধিক সতর্ক অভিমত (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন।)

প্রশ্ন : ভাড়া বা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত গাড়ীতে কি যাকাত আবশ্যক?

উত্তর : ভাড়ার কাজে মানুষ যে গাড়ী ব্যবহার করে অথবা নিজের ব্যক্তিগত কাজে যে গাড়ী ব্যবহার করা হয় তার কোনটাতেই যাকাত নেই। তবে প্রাপ্ত ভাড়া যদি নিসাব পরিমাণ হয় বা তা অন্য অর্থের সাথে মিলিত করে তা নিসাব পরিমাণ পৌঁছে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হয় তবে তাতে যাকাত দিতে হবে। অনুরূপভাবে ভাড়ায় ব্যবহৃত জমি বা ভূমিতে যাকাত নেই। তার প্রাপ্ত ভাড়া থেকে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন : রমাযানের প্রথম দশকে যাকাতুল ফিতর (ফিত্রা) আদায় করার বিধান কি?

উত্তর : যাকাতুল ফিতর শব্দটির নামকরণ করা হয়েছে সিয়াম পালন বিরতকে কেন্দ্র করে। সিয়াম পালন বিরত বা শেষ করার কারণেই উক্ত যাকাত প্রদান করা আবশ্যক। সুতরাং উক্ত নির্দিষ্ট কারণের সাথেই সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে, অগ্রীম করা চলবে না। এ কারণে ফিতরাহ্ বের করার সর্বোত্তম সময় হচ্ছে ঈদের দিন সলাতের পূর্বে। কিন্তু ঈদের

এক দিন বা দু'দিন আগে তা আদায় করা জায়িয। কেননা এতে প্রদানকারী ও গ্রহণকারীর জন্য সহজতা রয়েছে। কিন্তু এরও আগে বের করার ব্যাপারে বিদ্বানদের প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে তা জায়িয নয়। এ ভিত্তিতে ফিতরাহ্ আদায় করার সময় দু'টি: ১) জায়িয বা বৈধ সময়। তা হচ্ছে ঈদের একদিন বা দু'দিন পূর্বে। ২) ফাযীলাতপূর্ণ উত্তম সময়। তা হচ্ছে ঈদের দিন- ঈদের সলাতের পূর্বে। কিন্তু সলাতের পর পর্যন্ত দেরী করে আদায় করা হারাম। ফিতরাহ্ হিসেবে ক্ববূল হবে না। ইবনু আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত হয়েছে : "সলাতের পূর্বে যে আদায় করে তার যাকাত গ্রহণযোগ্য। আর যে ব্যক্তি সলাতের পর আদায় করবে তার জন্য তা একটি সাধারণ সদাক্বাহ্ বা যাকাত হিসেবে গণ্য হবে।" (আবূ দাউদ, অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : যাকাতুল ফিতর, ইবনু মাজাহ্, অধ্যায় : যাকাত, অনুচ্ছেদ : সদাক্বাতুল ফিতর)

তবে কোন লোক যদি জঙ্গল বা মরুভূমি বা এ ধরণের জনমানবহীন কোন স্থানে থাকার কারণে ঈদের দিন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে এবং ঈদের সলাত শেষ হওয়ার পর সে সম্পর্কে অবগত হয়, তবে ঈদের পর ফিতরাহ্ আদায় করলেও তার কোন অসুবিধা হবে না।

প্রশ্ন : যাকাত দেয়ার সময় কি বলে দিতে হবে যে, এটা যাকাত?

উত্তর : যাকে যাকাত প্রদান করা হবে সে যদি যাকাতের হাক্বদার হয় কিন্তু সাধারণতঃ সে যাকাত গ্রহণ করে না, তাহলে যাকাত দেয়ার সময় তাকে বলে দিতে হবে যে, এটা যাকাত। যাতে করে বিষয়টি তার নিকট সুস্পষ্ট হয় ফলে সে ইচ্ছা হলে যাকাত গ্রহণ করবে ইচ্ছা হলে প্রত্যাখ্যান করবে। আর যে লোক যাকাত গ্রহণে অভ্যস্ত তাকে যাকাত দেয়ার সময় কোন কিছু না বলাই উচিত। কেননা এতে তার প্রতি দয়া প্রদর্শনের খোঁটা দেয়া হয়। আল্ল-হ বলেন :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُبْطِلُوا۟ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ

"হে ঈমানদারগণ খোঁটা দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের সাদ্‌কা বা দান সমূহকে বিনষ্ট করে দিও না।" (সূরাহ্ বাকারহ্, ২৬৪)

প্রশ্ন : ইসলামী জ্ঞান শিক্ষায় নিয়োজিত ছাত্রকে যাকাত দেয়ার বিধান কি?

উত্তর : ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার কাজে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত ছাত্রদেরকে যাকাত দেয়া জায়িয, যদিও তারা কামাই রোজগার করার সামর্থ রাখে। কেননা ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা করা এক প্রকার জিহাদ। আর আল্ল-হর পথে জিহাদ হচ্ছে যাকাতের একটি খাত। আল্ল-হ বলেন :

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"যাকাত তো হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাব গ্রস্তদের আর এ যাকাত আদায়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং ইসলামের প্রতি যাদের হৃদয় আকৃষ্ট করতে হয়, গোলাম

আযাদ করার জন্য, ঋণ পরিশোধে, আল্ল-হর পথে জিহাদে আর মুসাফিরদের সাহায্যে। এ বিধান আল্ল-হর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্ল-হ মহাজ্ঞানী অতিপ্রজ্ঞাময়।"

(সূরাহ্ তাওবাহ্, ৬০)

কিন্তু শিক্ষার্থী যদি শুধুমাত্র দুন্ইয়াবী শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে ব্রতী থাকে তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না। আমরা তাকে বলব তুমি তো দুন্ইয়ার কর্মেই ব্যস্ত আছ। অতএব চাকরী করার মাধ্যমে তো দুন্ইয়া অর্জন করতে পার। তাই তোমাকে যাকাত দেয়া যাবে না।

কিন্তু আমরা যদি এমন লোক পাই যে নিজ পানাহার ও বাসস্থানের জন্য রোজগার করতে সক্ষম কিন্তু তার নিকট এমন সম্পদ নাই যা দ্বারা সে বিবাহ করতে পারে, তবে যাকাতের অর্থ দিয়ে কি এ ব্যক্তির বিবাহের ব্যবস্থা করা যাবে?

উত্তর : হ্যাঁ! বিবাহের জন্য তাকে যাকাত দেয়া যাবে। যাকাত থেকে তার পূর্ণ মোহর আদায় করা যাবে।

প্রশ্ন : মাসজিদ নির্মাণের কাজে যাকাত প্রদান করার বিধান কি?

উত্তর : মাসজিদ নির্মাণের কাজ কুরআনের বাণী 'ফি সাবিলিল্লার' অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা তাফসীরবিদগণ 'ফি সাবিলিল্লার' তাফসীরে উল্লেখ করেছেন : এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্ল-হর পথে জিহাদ।

মাসজিদ নির্মাণসহ অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে যাকাত ব্যয় করা প্রকৃত কল্যাণের পথকে বিনষ্ট করারই নামান্তর। কেননা কৃপণতা ও লোভ অনেক লোকের মধ্যে স্বভাবজাত প্রকৃতি। যখন তারা দেখবে মাসজিদ নির্মাণ এবং অন্যান্য সব ধরণের কল্যাণমূলক ক্ষেত্রে যাকাত দেয়া হচ্ছে, তখন তারা সমস্ত যাকাত সে সকল কাজেই ব্যবহার করা শুরু করবে। ফলে দুঃস্থ অভাবী মানুষ তাদের অভাব অনটনের মধ্যেই রয়ে যাবে।

প্রশ্ন : নিকটাত্মীয়দের যাকাত প্রদান করার বিধান কি?

উত্তর : নিকটাত্মীয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে : নিকটাত্মীয়ের ব্যয়ভার বহন করা যদি যাকাত প্রদানকারীর উপর ওয়াজিব বা আবশ্যক হয়ে থাকে, তবে তাকে (উক্ত নিকটাত্মীয়কে) যাকাত দেয়া জায়িয নয়। কিন্তু সে যদি এমন ব্যক্তি হয় যার খরচ বহন করা যাকাত প্রদানকারীর উপর আবশ্যক নয়, তবে তাকে যাকাত প্রদান করা জায়িয। যেমন সহদোর ভাই। যদি ভাইয়ের পুত্র সন্তান থাকে, তবে তার ব্যয়ভার বহন করা অন্য ভাইয়ের উপর আবশ্যক নয়। কেননা তার পুত্র সন্তান থাকার কারণে দু' ভাই পরস্পর মীরাস (উত্তরাধিকার) পাবে না। এ অবস্থায় উক্ত ভাই যদি যাকাতের হাক্বদার হয় তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে।

অনুরূপভাবে নিকটাত্মীয়ের কোন ব্যক্তি ভরণ-পোষণের ক্ষেত্রে যদি অভাবী না হয়, কিন্তু সে ঋণগ্রস্ত, তবে ঋণ পরিশোধ করার জন্য তাকে যাকাত প্রদান করা যাবে। যদিও উক্ত নিকটাত্মীয় নিজের পিতা-মাতা ছেলে বা মেয়ে হোক। যখন এ ঋণ ভরণ-পোষণে ত্রুটির কারণে নয়।

উদাহরণ অনেক ব্যক্তির পুত্র গাড়ি দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার কারণে বড় একটি জরিমানার সম্মুখিন হয়েছে। অথচ তার নিকট জরিমানা আদায় করার মত কোন অর্থ নেই। এ অবস্থায় তার পিতা নিজের যাকাতের অর্থ পুত্রের ঋণ পরিশোধ করার জন্য প্রদান করলে তা বৈধ হবে। কেননা এ ঋণ ভরণ-পোষণের কারণে নয়। এমনিভাবে কোন মানুষ যাকাতের কারণ ছাড়া অন্য কারণে যদি কোন আত্মীয়কে যাকাত থেকে প্রদান করে, তবে তা জায়িয।

প্রশ্ন : যাকাত-সদাক্বাহ্ আদায় করা কি শুধু রমাযান মাসের জন্যই বিশিষ্ট?

উত্তর : দান-সদাক্বাহ্ রমাযান মাসের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং তা সর্বাবস্থায় প্রদান করা মুস্তাহাব। আর নিসাব পরিমাণ সম্পদে বছর পূর্ণ হলেই যাকাত দেয়া ওয়াজিব। রমাযানের অপেক্ষা করবে না; হ্যাঁ রমাযান যদি নিকটবর্তী হয় যেমন শা'বান মাসে বছর পূর্ণ হচ্ছে- তবে রমাযান পর্যন্ত বিলম্ব করে যাকাত বের করলে কোন অসুবিধা নেই।

কিন্তু যাকাত যদি উদাহরণ স্বরূপ মুহাররমে আবশ্যক হয়, তবে রমাযান পর্যন্ত অপেক্ষা করা জায়িয হবে না। অবশ্য যদি পূর্ববর্তী রমাযানে অগ্রীম যাকাত বের করে তবে তা জায়িয। কিন্তু ওয়াজিব হওয়ার পর বিলম্ব করা জায়িয নয়। কেননা নির্দিষ্ট কারণের সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়াজিবসমূহ উক্ত কারণ পাওয়া গেলেই আদায় করতে হবে। বিলম্ব করা জায়িয হবে না। তাছাড়া মানুষের জীবনের এমন তো কোন গ্যারান্টি নেই যে বিলম্বিত সময় পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে। যদি যাকাত প্রদান করার পূর্বেই মৃত্যু বরণ করে তার যিম্মায় যাকাত রয়েই গেল। হতে পারে উত্তরাধিকারীগণ বিষয়টি না জানার কারণে তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করবে না অথবা হতে পারে সম্পদের লোভে ও মোহে পড়ে তারা তা করবে না।

কিন্তু দান-সদাক্বার জন্য নির্ধারিত কোন সময় নেই। বছরের প্রতিদিনই তার সময়। কিন্তু লোকেরা রমাযান মাসে দান-সদাক্বাহ্ ও যাকাত প্রদান পছন্দ করে। কেননা সময়টি ফাযীলত পূর্ণ। দান ও দান্যতার সময়। নাবী ﷺ ছিলেন সর্বাধিক দানশীল। রমাযান মাসে তিনি আরো বেশী দানশীল হতেন, যখন জিবরীল (عليه السلام) তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন এবং তাঁকে কুরআন পড়াতেন।

কিন্তু জানা আবশ্যক যে, রমাযান মাসে যাকাত প্রদান বা দান সদাক্বার ফাযীলাত নির্দিষ্ট সময়ের (শুধু এক মাস) ফাযীলাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। এর চাইতে ফাযীলাতপূর্ণ অন্য কোন সময় বা অবস্থা যদি পাওয়া যায়, তবে সে সময়ই দান করা বা যাকাত প্রদান করা উত্তম। যেমন রমাযান ছাড়া অন্য সময় যদি ফকীর-মিসকীনদের অভাব প্রকট আকার ধারণ করে বা দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা যায়, তবে সে সময় দান করার সাওয়াব রমাযান মাসে দান করার চাইতে নিঃসন্দেহে বেশী।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফকীর মিসকীনদের অবস্থা রমাযান ছাড়া অন্যান্য মাসে বেশী শোচনীয় থাকে। রমাযান মাসে দান-সদাক্বাহ্ বা যাকাতের ব্যাপকতার কারণে তারা সে সময় অনেকটা অভাবমুক্ত হয়। কিন্তু বছরের অবশিষ্ট সময়ে তারা প্রচণ্ড অভাব ও অনটনের মাঝে দিন কাটায়। সুতরাং বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করা উচিত।

প্রশ্ন : মানুষ তার জীবদ্দশায় যা দান করে তাকেই কি সদাক্বায়ে জারিয়াহ্ বলে? নাকি মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজনের দানকে সদাক্বায়ে জারিয়াহ্ বলে?

উত্তর : হাদীসে ইরশাদ হয়েছে মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তিনটি 'আমাল ছাড়া সব 'আমাল বন্ধ হয়ে যায়।

১) সদাক্বায়ে জারিয়াহ্, ২) ইসলামী জ্ঞান, উপকারী বিদ্যা লিপিবদ্ধ করে যাওয়া, ৩) সৎ সন্তানদের দু'আ।

(মুসলিম, অধ্যায় : ওয়াসীয়্যাত, অনুচ্ছেদ : মৃত্যুর পর মানুষ যার ছওয়াব পেয়ে থাকে তার বর্ননা)

এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায়, জীবিত অবস্থায় ব্যক্তির দানকেই সদাক্বায়ে জারিয়াহ্ বলা হয়। মৃত্যুর পর তার সন্তানদের দানকে নয়। কেননা মৃত্যুর পর সন্তানদের থেকে যা হবে তা রসূল ﷺ বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অথবা সৎ সন্তান যে তার জন্য দু'আ করবে।'

অতএব কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে কিছু দান করার ওয়াসিয়্যাত করে যায় অথবা ওয়াক্ফ্ করে যায়, তবে তা সদাক্বায়ে জারিয়াহ্ হিসাবে গণ্য হবে। মৃত্যুর পর কবরে সে তা থেকে উপকৃত হবে। অনুরূপভাবে ইসলামী জ্ঞান, তার উপার্জন থেকে হতে হবে। এমনি ভাবে সন্তান, যদি পিতার জন্য দু'আ করে।

এ জন্য কেউ যদি প্রশ্ন করে আমি কি পিতার জন্য দু' রাক'আত সলাত আদায় করব? নাকি নিজের জন্য দু' রাক'আত সলাত আদায় করে এর মধ্যে পিতার জন্য দু'আ করব? আমি বলব : উত্তম হচ্ছে নিজের জন্য দু' রাক'আত সলাত আদায় করবেন এবং এর মধ্যে পিতার জন্য দু'আ করবেন।

কেননা এ দিকেই নাবী ﷺ নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, অথবা 'সৎ সন্তান' যে তার জন্য দু'আ করবে, এরূপ বলেননি যে তার জন্য সলাত আদায় করবে বা অন্য কোন নেক 'আমাল করবে।

[সূত্র : ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান- শাইখ সালেহ আল-উসাইমিন (রহ.), সাবেক প্রধান মুফতি সাউদী আরব]

দান প্রসঙ্গ

দানের গুরুত্ব

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

আল্ল-হ তা'আলা বলেন : "তোমরা সলাত কায়িম কর, যাকাত দাও আর আল্ল-হকে উত্তম ঋণ দিতে থাক. যা কিছু ভাল ও কল্যাণ তোমরা নিজেদের জন্য অগ্রীম পাঠিয়ে দিবে তা আল্ল-হর নিকট সঞ্চিত মওজুদ রূপে পাবে। এটাই অতীব উত্তম। আর এর শুভ প্রতিফলনও খুব বড়।" (সূরাহ্ মুযাম্মিল, ২০)

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

"তোমরা আল্ল-হ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তিনি তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও ব্যয় করে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার।"

(সূরাহ আল-হাদীদ, ৭)

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

"সৎ কর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎ কাজ হলো এই যে, ঈমান আনবে আল্ল-হর উপর, ক্বিয়ামাত দিবসের উপর, মালায়িকাদের উপর এবং সমস্ত নাবী-রসূলদের উপর। আর সম্পদ ব্যয় করবে তারই মুহাব্বাতে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য।

(সূরাহ বাক্বারহ, ১৭৭)

'আবদাহ্ ইবনু সালামাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, নাবী ﷺ আসমাহ্ (রাযি.)-কে বলেন : (দান না করে) গুণে গুণে সঞ্চয় করে রেখো না, তাহলে আল্ল-হও তোমাকে না দিয়ে সঞ্চয় করে রাখবেন (বুখারী হাঃ ১৩৪১)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, মহান আল্ল-হ বলেছেন : হে ‘আদাম সন্তানেরা! তোমরা অকাতরে **দান করতে থাক**, আমিও তোমাদের উপর ব্যয় করব। (মুসলিম হা: ২১৭৯)

আহনাফ ইবনু কায়িস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাদীনায় আসার পর একদা কুরাইশদের এক সমাবেশে বসা ছিলাম। সেখানে তাদের (গোত্রীয় নেতা) দলপতিও উপস্থিত ছিল। এমন সময় মোটা কাপড় পরিহিত সুঠাম দেহের অধিকারী ও রুক্ষ চেহারার এক ব্যক্তি আসল। সে দাঁড়িয়ে বলল, সম্পদ কুক্ষিগতকারীদের সুসংবাদ দাও যে, একটি পাথর জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে, তাদের কারো বুকের মাঝখানে রাখা হবে। এমনকি তা তার কাঁধের হার ভেদ করে বেড়িয়ে যাবে এবং কাঁধের হাড়ের উপর রাখা হলে তা স্তনের বোটা ভেদ করে বেরিয়ে যাবে এবং পাথরটি (আগুনের উত্তপ্তের ফলে) কাঁপতে থাকবে। (সহীহ মুসলিম হা: ২১৭৭)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿۹۲﴾

তোমরা তোমাদের প্রিয়বস্তু খরচ না করা পর্যন্ত কক্ষনো পুণ্য লাভ করবে না, যা কিছু তোমরা খরচ কর–নিশ্চয়ই আল্ল-হ সে বিষয়ে খুব ভালভাবেই অবগত।

(সূরাহ্ আলু-‘ইমরান, ৯২)

আনাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্ল-হর পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই প্রকৃত কল্যাণ লাভ করতে পারবে না’, এ আয়াত যখন অবতীর্ণ হলো আবূ তালহা (রাযি.) বলেন, এ তো মহাসুযোগ। আমাদের প্রতিপালক আল্ল-হ তা‘আলা নিজেই আমাদের মাল থেকে চাচ্ছেন। তাই হে আল্ল-হর রসূল! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে আমার “বীরে হা” নামক বাগানটি আল্ল-হর জন্য দান করলাম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্ল-হ ﷺ বললেন : তুমি তোমার এ বাগান তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আনাস (রাযি.) বলেন, তিনি এটা হাস্‌সান বিন সাবিত ও উবাই বিন কা’বের (রাযি.) মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

(সহীহ মুসলিম হা: ২১৮৭)

সামান্য হলেও দান কর : ‘আদী ইব্‌নু হাতিম (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমরা জাহান্নাম হতে আত্মরক্ষা কর এক টুকরা খেজুর সদাক্বাহ করে হলেও। (বুখারী আ.প্র. ১৩২৫, ই.ফা. ১৩৩১)

যাকাত ছাড়াও গরীবদের হাক্ব রয়েছে : ফাতিমাহ্ বিনতু কায়িস (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : যাকাত ছাড়াও মালের মধ্যে (মানুষের) হাক্ব (অধিকার) রয়েছে. অতঃপর রসূল (প্রমাণে কুরআন মাজীদের) এ আয়াতটি পাঠ করলেন : “তোমরা (সলাতে) পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে (শুধু) এটাই নেক কাজ নয় ... ।”

(মিশকাত হা: ১৮১৯)

দান আত্মীয় থেকে শুরু করতে হবে : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেন, উত্তম সদাক্বাহ্ হলো যা দান করেও দাতার সম্পদ কমে না। নিজের আত্মীয়দের থেকে (দান-খয়রাত) শুরু কর। (বুখারী হা: ৪৯৫৬)

পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজনদের দান : সাওবান (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : কোন ব্যক্তি যেসব দীনার (বা স্বর্ণমুদ্রা) ব্যয় করে থাকে এর মধ্যে ঐ দীনারটি উত্তম যা সে তার পরিবার-পরিজনের উদ্দেশ্যে খরচ করে। অনুরূপভাবে আল্ল-হর পথে (অর্থাৎ জিহাদের উদ্দেশ্যে) তার আরোহণের জন্য জন্তুর পিছনে সে যে দীনার ব্যয় করে তা উত্তম এবং আল্ল-হর পথে তার সাথীদের জন্য সে যে দীনার ব্যয় করে তা উত্তম। আবূ কিলাবা বলেন, তিনি পরিবারের লোকজন দিয়ে শুরু করেছেন। অতঃপর আবূ কিলাবা আরো বলেন, ঐ ব্যক্তির চেয়ে আর কে বেশী সাওয়াবের অধিকারী যে তার ছোট ছোট সন্তানদের জন্য খরচ করে এবং আল্ল-হ তা'আলা এর বিনিময়ে তাদেরকে উপকৃত করেন এবং সম্পদশালী করেন।

(সহীহ মুসলিম হা: ২১৮১)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : একটি দীনার তুমি আল্ল-হর পথে ব্যয় করলে, একটি দীনার গোলাম আযাদ করার জন্য এবং একটি দীনার মিসকীনদেরকে দান করলে এবং আরো একটি তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করলে। এর মধ্যে (সাওয়াবের দিক থেকে) ঐ দীনারটিই উত্তম যা তুমি তোমার পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করলে। (সহীহ মুসলিম হা: ২১৮২)

'আবদুল্লাহর স্ত্রী যয়নাব (রাযি:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা দান-সদাক্বাহ্ কর যদিও তা তোমাদের গহনাপত্রের মাধ্যমে হয়। যয়নাব (রাযি:) বলেন, একথা শুনে আমি গিয়ে আমার স্বামী 'আবদুল্লাহকে বললাম, রসূলুল্ল-হ ﷺ আমাদেরকে দান-সদাক্বাহ্ করতে বলেছেন। আর তুমি তো গরীব অভাবী মানুষ। তাই রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, তোমাকে দান করলে তা দান হিসাবে গণ্য হবে কিনা? তা না হলে অপর কাউকে দান করব। রাবী বলেন, আমার স্বামী 'আবদুল্লাহ আমাকে বললেন, বরং তুমিই যাও। অতঃপর আমিই গেলাম এবং রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর দরজায় আনসার সম্প্রদায়ের অপর এক মহিলাকে একই উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো দেখলাম। কারণ রসূলুল্ল-হ ﷺ হলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও প্রভাবশালী লোক। অতঃপর বিলাল (রাযি.) বের হয়ে আসলে আমরা তাকে বললাম, আপনি গিয়ে রসূলুল্ল-হ ﷺ-কে বলুন, দু'জন মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে- যদি তারা তাদের সদাক্বাহ্ নিজ স্বামীকে দান করে এবং তাদের ঘরেই প্রতিপালিত ইয়াতীমদেরকে দান করে তাহলে কি তা আদায় হবে? আর অনুরোধ হলো আমাদের পরিচয় তাঁকে জানাবেন না। রাবী বলেন, অতঃপর বিলাল (রাযি.) রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর কাছে গিয়ে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্ল-হ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলাদ্বয় কে কে? তিনি বললেন, একজন আনসার গোত্রের এবং অপরজন যায়নাব। রসূলুল্ল-হ ﷺ পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ যায়নাব? তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব। অতঃপর তাঁকে রসূলুল্ল-হ ﷺ বললেন, তারা উভয়েই তাদের দানের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। এক. আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহারের জন্য; দুই. সদাক্বাহ্ করার জন্য।

(সহীহ মুসলিম হা: ২১৮৯)

দানের উপকারিতা

আল্ল-হর সন্তুষ্টির উদ্দেশে দানের পুরস্কার :

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿۲۷۲﴾

"তাদেরকে ঠিক পথে নিয়ে আসা তোমার দায়িত্ব নয়, বরং আল্ল-হ যাকে ইচ্ছে ঠিক পথে পরিচালিত করেন, বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তা তোমাদের নিজেদের জন্যই এবং তোমরা তো শুধু আল্ল-হ্র সন্তুষ্টির জন্যই ব্যয় করে থাক এবং যা কিছু তোমরা মাল হতে ব্যয় করবে, তোমাদেরকে তার ফল পুরোপুরি দেয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।" (সূরাহ্ বাক্বারহ ২৭২)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি পবিত্র অর্থাৎ হালাল মাল দ্বারা সদাক্বাহ্ দেয় আর আল্ল-হ গ্রহণ করেন, যদিও তা একটি খেজুর হয়। অতঃপর এ সদাক্বাহ্ পবিত্র বা হালাল মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না করুণাময় আল্ল-হ তার সদাক্বাহ্ ডান হাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তা পাহাড়ের চেয়েও অনেক বড় হয়ে যায়- যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বা উটের বাচ্চাকে লালন-পালন করে এবং সে দিন দিন বড় হতে থাকে। (সহীহ মুসলিম হা: ২২১২)

দাতাকে আল্ল-হ ভালবাসেন : তাবিঈ মারসাদ বিন 'আবদিল্লাহ (রাযি.) বলেন, আমাকে রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর নাম ধরে বলেন যে, তিন ব্যক্তিকে আল্ল-হ ভালবাসেন : (১) যে ব্যক্তি রাতে উঠে আল্ল-হর কিতাব পাঠ করে, (২) যে ব্যক্তি ডান হাতে কিছু দান করে এবং গুপ্ত রাখে তাকে, রাবী বলেন, আমি মনে করি তিনি বলেছেন, আপন বাম হাত হতে ...। (মিশকাত হা: ১৮২৬)

আল্ল-হর পথে দান বৃদ্ধি পায় :

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾

যারা আল্ল-হ্র পথে নিজেদের মাল ব্যয় করে, তাদের (দানের) তুলনা সেই বীজের মত, যাথেকে সাতটি শীষ জন্মিল, প্রত্যেক শীষে একশত করে দানা এবং আল্ল-হ যাকে ইচ্ছে করেন, বর্ধিত হারে দিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ আল্ল-হ প্রাচুর্যের অধিকারী, জ্ঞানময়। (সূরাহ্ বাক্বারহ, ২৬১)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : দান-খায়রাত ধন-সম্পদ কমায় না; আর ক্ষমা দ্বারা আল্ল-হ কোন বান্দার সম্মান বৃদ্ধি ব্যতীত হ্রাস করেন না (অর্থাৎ ক্ষমা করা এমনই একটা গুণ, যা দ্বারা আল্ল-হ কেবল তার বান্দার মান-সম্মানই বৃদ্ধি করেন এবং যে কেউ আল্ল-হর রাস্তায় বিনয় প্রকাশ করে, আল্ল-হ তাকে উন্নত করেন)। (মুসলিম, মিশকাত- দানের মাহাত্ম্য অধ্যায়- ১ম পরিচ্ছেদ)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্ল-হ্র পথে কোন কিছু জোড়ায় জোড়ায় দান করবে, তাকে জান্নাতের পর্যবেক্ষকগণ আহ্বান করতে থাকবে, হে অমুক ব্যক্তি! এ দিকে আস! তখন আবূ বাক্র (রাযি.) বললেন, এমন ব্যক্তি তো সেই যার কোন ধ্বংস নেই। তখন নাবী ﷺ বললেন, আমি আশা করি, তুমি তাদের মধ্যে একজন হবে। (বুখারী হাঃ ২৯৭৬)

'আলী (রাযি.) বলেন : রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন, দান আল্ল-হ ত'আলার রাগ প্রশমিত করে এবং মন্দ মৃত্যু রোধ করে। (তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ১৮১৪/২১)

দানের উত্তম সময় :

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ﴿٢٧٤﴾

যারা নিজেদের মাল রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ব্যয় করে থাকে, তাদের জন্য সেই দানের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না। (সূরাহ্ বাক্বারহ, ২৭৪)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ وَالْكٰفِرُوْنَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٢٥٤﴾

হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন বিক্রয়, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবে না। বস্তুতঃ কাফিরগণই অত্যাচারী। (সূরাহ্ বাক্বারহ, ২৫৪)

وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنِيْۤ اِلٰۤى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠﴾

আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; (অন্যথায় মৃত্যু আসলে সে বলবে,) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আরো কিছু কালের জন্য কেন অবকাশ দাও না, দিলে আমি সদাক্বাহ্ করতাম এবং সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সূরাহ মুনাফিক্বন, ১০)

وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١١﴾

নির্ধারিত কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন আল্ল-হ কাউকে অবকাশ দিবেন না। তোমরা যা কর আল্ল-হ সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত। (সূরাহ মুনাফিক্বন, ১১)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : কারো আপন জীবনকালে এক দিরহাম দান করা তার মৃত্যুকালে একশত দিরহাম দান করা অপেক্ষা অধিক উত্তম। (আবূ দাঊদ, মিশকাত হাঃ ১৭৭৬)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রসূলুল্ল-হ ﷺ-এর কাছে এসে বলল, হে আল্ল-হর রসূল! কোন ধরনের সদাক্বাহ্ বা দান সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, তুমি এমন অবস্থায় দান করবে, যখন তুমি সুস্থ, সবল, লোভী, দারিদ্রকে

ভয়কারী এবং ঐশ্বর্যের আকাঙক্ষাকারী। আর জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত বিলম্ব করে প্রাণ কণ্ঠনালী পর্যন্ত এসে গেলে তখন তুমি বলবে এটা অমুকের ওটা অমুকের, সাবধান এরূপ ঠিক নয়। তো এগুলো অমুকের হয়েই যাচ্ছে (অর্থাৎ তোমার মরার সাথে তোমার উত্তরাধিকারীগণ নিয়ে নিবে)। (মুসলিম হাঃ ২২৫২)

'আলী (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : তোমরা দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে। কেননা বিপদাপদ তাকে অতিক্রম করতে পারে না (অর্থাৎ দানে বিপদ দূরীভূত হয়)। (মিশকাত হাঃ ১৭৯৩/২৯)

লোক দেখনো দান বৃথা :

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى كَالَّذِى يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلٰى شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِينَ ﴿٢٦٤﴾

হে ঈমানদারগণ! দানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে ও কষ্ট দিয়ে তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে সে ব্যক্তির ন্যায় ব্যর্থ করে দিও না যে নিজের সম্পদ লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে, অথচ সে আল্ল-হ ও পরকালে বিশ্বাসী নয়। তার তুলনা সেই মসৃণ পাথরের মত, যাতে সামান্য কিছু মাটি আছে, অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে ফেলে। তারা স্বীয় কৃত কার্যের ফল কিছুই পাবে না; আল্ল-হ কাফিরদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। (সূরাহ্ বাক্বারহ, ২৬৪)

এ আয়াতটি বিশেষভাবে ভেবে দেখার মত। সহজ ভাষায় এটাই বলা যায়, কাউকে কিছু দান করে যে বলে বেড়ায় মহান আল্ল-হ ও আখিরাতের উপর তার যে সুদৃঢ় বিশ্বাস নেই রিয়াকারীই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা সে আল্ল-হ তা'আলার নিকট থেকে প্রতিদানের কোন আশাই রাখে না।

সুতরাং আল্ল-হর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে লোক দেখানো বা অন্যের প্রশংসা পাওয়ার মনোভাব থাকা উচিত নয়। একমাত্র আল্ল-হ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই নেক 'আমাল করা উচিত। তাহলে বান্দার আত্মিক ও নৈতিক বৃত্তির সংশোধন হয়ে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি লাভ সহজ হয়। ফলে সে আল্ল-হ তা'আলার এতবেশী প্রিয় পাত্র ও ভালবাসার হয়ে যায় যে, তার 'আমালনামায় সামান্য কিছু গুনাহ থাকলে আল্ল-হ তা মাফ করে দেন। তাই তো তিনি বলেন : " যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তবে তাও উত্তম, আর যদি তোমরা তা গোপনে কর এবং তা অভাবগ্রস্তদেরকে দান কর, তবে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম, অধিকন্তু তিনি তোমাদের কিছু গুনাহ মোচন করে দেবেন, বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা করছ, আল্ল-হ তার খবর রাখেন- (সূরাহ্ বাক্বারহ, ২৭১)।"

যে দান ফারয যেমন যাকাত, ফিতরা, উশর এবং আল্ল-হ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট, হাসপাতাল, ক্লিনিক, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইয়াতীম খানা, মাদরাসা, মাসজিদ, সমাজকল্যাণ এবং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান এসব ক্ষেত্রে অন্যকে উৎসাহিত করার জন্য প্রকাশ্যে দান করাই অধিক ভাল। আর সেজন্যই আল্ল-হ তা'আলা বলেন : "যারা নিজেদের মাল রাতে ও দিনে, প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে ব্যয়

করে থাকে, তাদের জন্য সেই দানের সওয়াব তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, তারা চিন্তিতও হবে না।" (সূরাহ্ বাক্বারহ্, ২৭৪)

হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ উদ্দীপনা, তাকিদ, আগ্রহ এবং সন্তুষ্টির সাথে আল্ল-হর পথে ধন-মাল ব্যয় করতে হবে। তাহলে স্বাভাবিকভাবে এ আশাও করা যায় যে, অন্তর্যামী আল্ল-হ তা'আলাও একদিন অধিক সন্তুষ্টির সাথেই তাঁর বান্দার প্রতিদান দিবেন। আর সেজন্য এরূপ সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে ধন-মাল ব্যয় করা উচিত যা নাকি পরকালেও অনন্ত জীবনে সঞ্চিত মওজুদরূপে পাওয়া যাবে।

দানে বিপদ কাটে : 'আলী (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : তোমরা দানের ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে। কেননা, বিপদাপদ তাকে অতিক্রম করতে পারে না (অর্থাৎ দানে দূরীভূত হয়)। (মিশকাত হাঃ ১৭৯৩)

দানে আল্ল-হর রাগ প্রশমিত হয় : আনাস (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : দান আল্ল-হ তা'আলার রাগ প্রমশিত করে এবং মন্দ মৃত্যু রোধ করে।

(তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ১৮১৪)

স্বামীর সম্পদ দানে স্ত্রীও পুরস্কার পায় : 'আয়িশাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী বলেছেন, যখন কোন মহিলা তার ঘরের খাদ্যসামগ্রী হতে ফাসাদের উদ্দেশ্য ব্যতীত খরচ করে তখন তার জন্য সাওয়াব রয়েছে তার খরচ করায়, তার স্বামীর জন্য সাওয়াব রয়েছে তার উপার্জনের এবং সংরক্ষণকারীর জন্যও অনুরূপ রয়েছে। তাদের কারো কারণে কারোর সাওয়াব কিছুই কমতি হবে না।

(বুখারী হাঃ ১৯২০, মুসলিম হাঃ ২২৩৪)

মৃত ব্যক্তির নামে দান : 'আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নাবী (ﷺ)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হলে কিছু সদাকাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হতে সদাকাহ করলে তিনি এর প্রতিফল পাবেন কি? তিনি [নাবী (ﷺ)] বললেন, হ্যাঁ। (বুখারী হাঃ ১২৯৭, মুসলিম হাঃ ২১৯৭)

সা'দ ইবনু উবাদাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন : (একদা আমি বললাম) হে আল্ল-হর রসূল ﷺ! সাদের মা (অর্থাৎ আমার মা) মারা গেছেন (তার জন্য) কোন্ দান উত্তম হবে? তিনি বললেন, পানি। (অর্থাৎ বিশেষভাবে পানির সমস্যাজনিত এলাকায় পানির সুব্যবস্থা করাই উত্তম দান হবে) অতঃপর সা'দ একটি কূপ খনন করলেন এবং বলনে, এ কূপ স্যাদের মার জন্য (ওয়াক্ফ্)। (আবূ দাউদ, নাসাঈ, মিশকাত)

দানের ফাযীলাত

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্ল-হর পথে জোড়ায় জোড়ায় খরচ করবে জান্নাতের দরজাগুলোর প্রত্যেক খাজাঞ্চি তাকে ডেকে বলবে, হে অমুক! এখানে আসো, এখানে আসো। আবূ বাকর

(রাযি.) বললেন, হে আল্ল-হর রসূল! যাকে এভাবে সবগুলো দরজা থেকে ডাকা হবে সে অসুবিধায় পড়ে যাবে না তো? তার কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা নেই তো? রসূলুল্ল-হ ﷺ বললেন : আমি নিশ্চিত আশা করি তুমিই হবে তাদের সে ব্যক্তি। (সহীহ মুসলিম হা: ২২৪৩)

রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেন : "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুরও দান করে আল্ল-হ তা তাঁর ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা দানকারীর জন্য বাড়াতে থাকেন, যেভাবে তোমাদের মধ্যে কেউ আপন ঘোড়ার বাচ্চাকে লালন-পালন করতে থাকে। অবশেষে তা একদিন পাহাড় সমতুল্য হয়ে যায়।" (মুসলিম হা: ২২১২)

কাপড়, খাদ্য পানীয় দ্বারা দান করার ফাযীলাত : আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : যে কোন মুসলিম অপর কোন উলঙ্গ বা বস্ত্রহীন মুসলিমকে কাপড় পরাবে, (ক্বিয়ামাতের দিন) আল্ল-হ তাকে জান্নাতের সবুজ জোড়া কাপড় পরাবেন। আর যে কোন মুসলিম অপর কোন ক্ষুধার্ত মুসলিমকে খাওয়াবে, আল্ল-হ তাকে জান্নাতের ফল খাওয়াবেন এবং যে মুসলিম অপর মুসলিমকে পিপাসায় পানি পান করাবে আল্ল-হ তাকে 'রাহীক্ব মাখতূম' নামক পানীয় থেকে স্বচ্ছ পানি পান করাবেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা: ১৮১৮/২৫)

হালাল রুযী ছাড়া আল্ল-হ দান গ্রহণ করেন না : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : "যে ব্যক্তি পবিত্র অর্থাৎ হালাল মাল দ্বারা সদাক্বাহ্ দেয় আর আল্ল-হ পবিত্র বা হালাল মাল ছাড়া গ্রহণ করেন না- করুণাময় আল্ল-হ তার সদাক্বাহ্ ডান হাতে গ্রহণ করেন, যদিও তা একটি খেজুর হয়। অতঃপর সে সদাক্বাহ্ দয়াময় আল্ল-হর হাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তা পাহাড়ের চেয়েও অনেক বড় হয়ে যায়- যেমন তোমাদের কেউ তার ঘোড়ার বা উটের বাচ্চাকে লালন পালন করে এবং সে দিন দিন বড় হতে থাকে। (মুসলিম হা: ২২১২)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : "আল্ল-হ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ছাড়া গ্রহণ করেন না। আর আল্ল-হ তা'আলা তাঁর প্রেরিত রসূলদের যে হুকুম দিয়েছেন মু'মিনদেরকেও সে একই হুকুম দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও হালাল জিনিস খাও এবং ভাল কাজ কর। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত।" (সূরাহ মু'মিনূন, ৫১)

তিনি (আল্ল-হ) আরো বলেন, "তোমরা যারা ঈমান এনেছো শোন! আমি তোমাদের যেসব পবিত্র জিনিস রিযক হিসেবে দিয়েছি তা খাও"- (সূরাহ বাক্বারহ, ১৭২)। অতঃপর তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন, যে দূর দূরান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সফর করে। ফলে সে ধূলি ধূসরিত রুক্ষ কেশধারী হয়ে পড়ে। অতঃপর সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে : "হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম পানীয় হারাম পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং আহার্যও হারাম কাজেই এমন ব্যক্তির দু'আ তিনি কি করে ক্ববূল করতে পারেন? (মুসলিম হা: ২২১৬)

সম্পূর্ণ পবিত্র ও হালাল উপায়ে উপার্জিত ধন-সম্পদ থেকে হবে। কুরআনে আল্ল-হ তা'আলা তাঁর নাবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন : "আর আপনি চোখ তোলে ও তাকাবেন না, পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরূপ ভোগ বিলাসের যেসব উপকরণ আমি এদের মধ্যে বিভিন্ন লোকদের দিয়েছি। এতো আমরা দিয়েছি তাদেরকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। আপনার প্রতিপালকের দেয়া (হালাল) রিয্‌কই উত্তম ও স্থায়ী।" (সূরাহ্ ত্বহা. ১৩১)

এ আয়াতে হালাল উপায়ে অর্জিত অর্থ-সম্পদকেই আল্ল-হ তা'আলার রিয্‌ক বলা হয়েছে। কেননা, তিনি পবিত্র ও হালাল বস্তু ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণ করেন না। সুতরাং যারা অবৈধ উপায়ে ও নাজায়িয পন্থায় অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে নিজেদের জীবনে জাঁক-জমক ও চাক্‌চিক্যের সমাহার করে নেয়, তাদের প্রতি লোভ করা ঈমানের লোকদের কিছুতেই শোভা পায়না-উচিতও নয়। নিজেদের শ্রম ও পরিশ্রমের বিনিময়ে যে পবিত্র রিয্‌ক উপার্জন করা হয় তা পরিমাণে যতই কম হোক না কেন মু'মিন-মুত্তাক্বী বান্দাদের জন্য এটাই অধিক উত্তম ও স্থায়ী। তাতে এমন শান্তি ও কল্যাণ নিহিত থাকে যা দুন্‌ইয়া ও আখিরাত উভয় জীবন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

আল্ল-হর পথে দানকারী তাঁর 'আর্‌শের ছায়া পাবেন : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : (এমন) সাত ব্যক্তি, যাদেরকে আল্ল-হ নিজের ছায়ায় ছায়া (বা আশ্রয়) প্রদান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতিত অন্য কোন ছায়া থাকবে না।

(১) ন্যায় পরায়ণ শাসক, (২) সে যুবক, যে তার যৌবনকালকে আল্ল-হর 'ইবাদাতের মাধ্যমে কাটিয়েছে, (৩) সে ব্যক্তি যার অন্তর মাসজিদের সাথে লেগে থাকে, যখন সে তথা হতে বের হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তথায় ফিরে না আসে (অর্থাৎ মাসজিদ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় মাসজিদে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার অন্তর মাসজিদের সাথে লটকানো বা ঝুলন্ত থাকে), (৪) সে দু' ব্যক্তি, যারা একে অপরকে ভালবাসে আল্ল-হর জন্য, উভয়ে মিলিত হয় আল্ল-হর জন্য এবং পৃথকও হয় আল্ল-হর জন্য, (৫) সে ব্যক্তি, যাকে কোন সম্ভ্রান্ত সুন্দরী নারী আহ্বান করে আর (উত্তরে) সে বলে, নিশ্চয় আমি আল্ল-হকে ভয় করি, (৬) এবং সে ব্যক্তি, যে দান করে আর তা গোপন করে, (অর্থাৎ অতি সংগোপনে দান করে) এমনকি তার ডান হাত কী দান করে, বাম হাত তা জানে না, (৭) সে ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্ল-হকে স্মরণ করে, আর তার চক্ষুদ্বয় আল্ল-হকে বিসর্জন দিতে থাকে। (বুখারী হাঃ ৬২০)

কৃপণতার পরিণাম

মু'মিন কৃপণ হয় না : আবূ সাঈদ খুদরী (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : এ দু'টি স্বভাব কোন মু'মিনের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না- কৃপণতা ও দুর্ব্যবহার খারাপ চরিত্র। (তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ১৭৭৮)

কৃপণদের প্রতি অভিশাপ : আবূ হুরাইরাহ (রাযি.) হতে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেছেন : প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা অবতরণ করেন। তাঁদের একজন বলেন, হে আল্ল-হ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন আর অপরজন বলেন, হে আল্ল-হ! কৃপণকে ধ্বংস করে দিন। (বুখারী হাঃ ১৩৪৯, মুসলিম হাঃ ২২০৬)

দাতা ও কৃপণ জান্নাত ও জাহান্নামের নিকটে : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : দাতা ব্যক্তি আল্ল-হরও নিকটে জান্নাতেরও নিকটে, মানুষেরও নিকটে অথচ জাহান্নাম হতে দূরে এবং কৃপণ ব্যক্তি আল্ল-হ হতেও দূরে, জান্নাত হতেও দূরে, মানুষ হতেও দূরে অথচ জাহান্নামের নিকটে। নিশ্চয় মূর্খদাতা কৃপণ সাধক অপেক্ষা আল্ল-হর নিকট অধিক প্রিয়। (তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ১৭৭৫)

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : ক্বিয়ামাতের দিন জাহান্নামীদের মধ্য হতে পৃথিবীতে যে সবচেয়ে ধনী ছিল তাকে হাজির করা হবে এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, 'হে 'আদাম সন্তান! তুমি কি কখনো কোন কল্যাণ দেখেছো? তুমি কি কখনো স্বস্তি ও শান্তিতে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, "না, আল্ল-হর শপথ করে বলছি, হে আমার রব! কখনো না। আর জান্নাতীদের মধ্য থেকেও একজনকে হাজির করা হবে যে পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্দশা ও অভাবগ্রস্ত ছিল। অতঃপর তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে এবং জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি কি কখনো কোন অভাব দেখেছো? তুমি কি কখনো দুর্দশা ও অভাব-অনটনের মধ্যে দিন যাপন করেছো? সে বলবে, "না, আল্ল-হর শপথ করে বলছি, আমি কখনো অভাব অনটন দেখিনি আর আমার উপর দিয়ে তেমন কোন দুর্দশার সময়ও অতিবাহিত হয়নি।" (মুসলিম)

কৃপণ ও দান করে খোটাদাতা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না : আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযি.) বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : জান্নাতে প্রবেশ করবে না প্রতারক, কৃপণ এবং যে ব্যক্তি দান করে খোটা দেয়। (তিরমিযী, মিশকাত হাঃ ১৭৭৯)

দান ফিরিয়ে নেয়া বমি খাওয়ার সমান : ইবনু 'আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন, খারাপ উপমা দেয়া আমাদের জন্য শোভনীয় নয় তবু যে দান করে তা ফিরিয়ে নেয়, সে ঐ কুকুরের মতো, যে বমি করে তা আবার খায়। (বুখারী হাঃ ২৪৩০)

চাওয়া নয় দেয়াই উত্তম : হাকীম ইব্নু হিযাম (রাযি.)-এর সূত্রে নাবী (ﷺ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উপরের হাত (দাতার হাত) নীচের হাত (গ্রহীতার হাত) অপেক্ষা উত্তম। প্রথমে তাদেরকে দিবে যাদের ভরণ–পোষণের দায়িত্ব তুমি বহন কর। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ হতে সদাকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (পাপ ও ভিক্ষা করা হতে) পবিত্র থাকতে চায়, আল্ল-হ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা হতে বেঁচে থাকতে চায়, আল্ল-হ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। (বুখারী হাঃ ১৩৩৫)

প্রতিটি ভাল কাজই সদাক্বাহ্ : আবূ যার গিফারী (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার হাস্যজ্জ্বল মুখ

করাটাও একটা দান; কাউকে ভাল কাজের উপদেশ দেয়াটাও একটা দান; পথ ভুলা মানুষকে পথ দেখানোও একটা দান; কোন চক্ষুহীন ব্যক্তিকে সাহায্য করাও তোমার একটা দান; চলার পথ থেকে পাথর, কাঁটা বা হাড় সরিয়ে দেয়াও একটা দান এবং তোমার বালতি হতে তোমার (অপর) ভাইয়ের বালতি ভরে দেয়াও তোমার একটা দান। (তিরমিযী, মিশকাত হা: ১৮১৬/২৩)

আবূ সাঈদ ইবনু আবূ দারদা (রাযি.) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের উপর সদাক্বাহ্ আছে। জিজ্ঞেস করা হলো : যদি তা করার সামর্থ তার না থাকে তাহলে সে কি করবে? তিনি বললেন : তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে উপার্জন করবে এবং এ দিয়ে নিজের প্রয়োজন মিটাবে আর সদাক্বাহ্ও দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলো- যদি এতেও সক্ষম না হয় তাহলে কি করবে? তিনি বললেন, যেসব মুখাপেক্ষী ও ঠেকায় পড়া মানুষ অনুশোচনা করছে তাদের সাহায্য করবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, যদি এটাও করতে না পারে তাহলে? তিনি বললেন : সে ভাল কাজের আদেশ করবে। পুনরায় বললেন, যদি এও না করতে পারে? তিনি বললেন, তা'হলে সে নিজে অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকবে। কেননা এটাও সদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হবে (মুসলিম হা: ২২০৪, ই: সে:)

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) আল্ল-হর রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করলেন। এর মধ্যে একটি হলো- রসূলুল্ল-হ ﷺ বলেছেন : প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরের প্রত্যেকটি গ্রন্থির উপর প্রতিদিনের জন্য সদাক্বাহ্ ধার্য রয়েছে। দু' ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ করে দেয়াও একটি সদাক্বাহ্। কোন ব্যক্তিকে সাওয়ারীর উপর আরোহণে সাহায্য করা অথবা তার মালামাল সাওয়ারীর উপরে তুলে দেয়াও একটি সদাক্বাহ্। তিনি আরো বলেন : সকল প্রকার ভাল কথাই এক একটি সদাক্বাহ্, সলাত আদায়ের জন্য মাসজিদে যেতে যতটি পদক্ষেপ ফেলা হয় তার প্রতিটিই এক একটি সদাক্বাহ্ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও একটি সদাক্বাহ্। (মুসলিম হা: ২২০৫)

হুযাইফাহ্ (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, "প্রতিটি ভাল কাজই সদাক্বাহ্ অর্থাৎ দান হিসেবে গণ্য।" (মুসলিম হা: ২১৯৯)

আবূ যর (রাযি.) থেকে বর্ণিত। নাবী ﷺ কিছু সংখ্যক সহাবী তাঁর কাছে এসে বললেন, হে আল্ল-হর রসূল! ধন-সম্পদের মালিকেরা তো সব সাওয়াব লুটে নিয়ে গেছে। কেননা আমরা যেভাবে সলাত আদায় করি তারাও সেভাবে আদায় করে। আমরা যেভাবে সিয়াম পালন করি তারাও পালন করে। কিন্তু তারা তাদের অতিরিক্ত সম্পদ দান করে সাওয়াব লাভ করছে অথচ আমাদের পক্ষে তা সম্ভব হচ্ছে না। তিনি নাবী ﷺ বললেন : আল্ল-হ তা'আলা কি তোমাদের এমন অনেক কিছু দান করেননি! যা সদাক্বাহ্ করে তোমরা সাওয়াব পেতে পারো? আর তা হলো প্রত্যেক তাসবীহ্ (সুবহানাল্লাহ) একটি সদাক্বাহ্, প্রত্যেক তাক্ববীর (আল্ল-হু আকবার) একটি সদাক্বাহ্, প্রত্যেক

আলহামদুলিল্লাহ বলা একটি সদাক্বাহ্, প্রত্যেক লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ বলা একটি সদাক্বাহ্, প্রত্যেক ভাল কাজের আদেশ ও উপদেশ দেয়া একটি সদাক্বাহ্ এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা ও বাধা দেয়া একটি সদাক্বাহ্। এমনটি তোমাদের শরীরের অংশে অংশে সদাক্বাহ্ রয়েছে। অর্থাৎ আপন স্ত্রীর সাথে সহবাস করাও একটি সদাক্বাহ্। (মুসলিম হাঃ ২২০০)

সহাবীদের অতুলনীয় ও অবিশ্বাস্য দানের ঘটনা

(১) খাদিজাতুল কুবরা (রাযি.)-এর অবিশ্বাস্য দান : আমরা জানি মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর মহান আল্ল-হ তা'আলার ওয়াহী নাযিল হওয়ার ঘটনা শুনে যিনি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন এবং রসূলে কারীম ﷺ-কে নবুওয়্যাতের স্বীকৃতি দিয়ে সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে গভীর সান্তনার বাণী শুনিয়েছিলেন তিনিই উম্মুল মু'মিনীন খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.) শুধু তাই নয়, ইসলামের সূচনায় আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ে চরম দুর্দিনে যে তিনজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব রসূল ﷺ-কে সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজকে গতিশীল করে তুলেছিলেন তাঁদের মধ্যেও খাদিজা (রাযি.)-এর ত্যাগ ও কুরবানী নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। অপর দু'জন ছিলেন চাচা আবূ তালিব এবং আবূ বাকার সিদ্দীক (রাযি.)। প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারিণী খাদীজা (রাযি.) নিঃসম্বল মুহাম্মাদ ﷺ-কে স্বামী রূপে বরণ করার পর তাঁর সমস্ত অর্থসম্পদ রসূল ﷺ-এর হাতে সোপর্দ করে দেন। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর রসূল ﷺ খাদীজার সমস্ত সম্পদ ইসলামের জন্য ওয়াক্ফ করে দেন।

নিঃসন্দেহে আল্ল-হর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ মহয়সী সংগ্রামী মহিলা আমাদের সামনে এক স্বর্ণোজ্বল ইতিহাস রেখে গিয়েছেন।

কেননা রসূলুল্ল-হ ﷺ খাদিজাহ্ (রাযি.) ঐ সময় আমার উপর ঈমান এনেছেন যখন কোন লোক আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তিনি ঐ সময় দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজের ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন যখন অন্য কেউ আমাদের ধন-সম্পদ দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল না।"

(২) আবূ বাকর (রাযি.)-এর অতুলনীয় দান : নাবী ﷺ যখন নবুওয়্যাতের প্রথম ঘোষণা দেন, আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর কাছে তখন চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল। ইসলামের জন্য তিনি তাঁর সকল সম্পদ ওয়াক্ফ করে দেন। কুরাইশদের যেসব দাস-দাসী ইসলাম গ্রহণের কারণে নির্যাতিত হচ্ছিল এ অর্থ দিয়ে তিনি সেসব দাস-দাসী খরিদ করে আযাদ করে দিতেন। তের বছর পর তিনি যখন রসূল ﷺ-এর সাথে মাদীনায় হিজরাত করেন তখন তাঁর কাছে এ অর্থের মাত্র আড়াই হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। অল্প দিনের মধ্যে তাও তিনি ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। বিলাল, খাব্বাব, আম্মার, আম্মারের মা সুমাইয়্যা, সুহাইব, আবূ ফুকাইহ প্রমুখ দাস-দাসী আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর অর্থের বিনিময়ে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেন। তাই পরবর্তীকালে নাবী ﷺ বলেছেন : "আমি প্রতিটি

মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবূ বাকার (রাযি.)-এর ইহসানসমূহ এমন যে, তা পরিশোধ করতে আমি অক্ষম। তার প্রতিদান আল্ল-হ দিবেন।"

সর্বশেষ দ্বীন ইসলামের জন্য জান-মালের ত্যাগ ও কুরবানীর ক্ষেত্রে যে দু'জন মহান ব্যক্তিত্বের কথা স্মরণ না করলে সমস্ত আলোচনাই অসমাপ্ত থেকে যাবে তাঁরা হলেন, খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.) এবং আবূ বাকর সিদ্দীক (রাযি.)।

(৩) আনসারদের আত্মত্যাগের কিছু প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত : মুহাজিরগণ হিজরাত করে মাদীনায় এসে উপস্থিত হলে আনসারগণ রসূল ﷺ-এর কাছে এসে প্রস্তাব করলেন, আমাদের বাগ-বাগিচা ও খেজুর বাগান আছে। আপনি আমাদের ও মুহাজির ভাইদের মধ্যে ভাগ করে দিন। নাবী ﷺ বললেন : এসব লোকেরা বাগান-বাগিচার কাজ জানে না। তারা যেখান থেকে এসেছে সেখানে বাগান-বাগিচা নেই। এমন কি হতে পারে না যে, এসব বাগ-বাগিচায় চাষাবাদ তোমরা করবে আর তা থেকে ফসলের অংশ তাদেরকে দিবে? আনসারগণ বললেন : আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম- (বুখারী, ইবনু জরীর)। এ কথা শুনে মুহাজিরগণ বললেন : এ রকম ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করতে প্রস্তুত লোক আমরা কখনো দেখিনি। এরা নিজেরাই শ্রম দান করবেন আর ফসলের অংশ আমাদেরকে দিবেন। আমরা তো মনে করি সব সাওয়াব তারাই প্রাপ্ত হবে। রসূল ﷺ বললেন : না, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশংসা করতে থাকবে এবং তাদের জন্যে কল্যাণের দু'আ করতে থাকবে তোমরাও সাওয়াব পেতে থাকবে- (আহমাদ)।

পরে বনু নজীরের অঞ্চল বিজিত হলে রসূলুল্ল-হ ﷺ বললেন : এখন একটা বন্দোবস্ত করা যেতে পারে, তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও ইয়াহূদীদের পরিত্যক্ত জমি ও খেজুর বাগান একত্রিত করে তা তোমাদের ও মুহাজিরদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। তাছাড়া দ্বিতীয় এ উপায় করা যেতে পারে যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের সম্পত্তি নিজেদের হাতেই রাখবে এবং পরিত্যক্ত জমি-জায়গা মুহাজিরদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে। আনসারগণ বললেন : এ জমি-জায়গাগুলোই আপনি তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দিন। আর আমাদের বিষয় সম্পত্তি থেকেও আপনি যা চান তাঁদের মধ্যে ভাগ করে দিতে পারেন।

ধন-সম্পদ অশান্তির কারণ? আল্ল-হ বলেন, "যে ধন-সম্পদ জমা করে আর বার বার গুণে, সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে, কক্ষনো না, তাকে অবশ্যই চূর্ণ-বিচূর্ণকারীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, তুমি কি জান চূর্ণ-বিচূর্ণকারী কী? তা আল্ল-হর প্রজ্জ্বলিত আগুন, যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (অর্থাৎ জাহান্নামীর বোধশক্তিকে নাড়িয়ে দিবে- কী কারণে তাকে জাহান্নামে জ্বলতে হচ্ছে?) তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। (সূরাহ্ হুমাযাহ্, ২-৮)

কুরআনে কারীমের অন্য কোন স্থানে জাহান্নামের আগুনকে "আল্ল-হর আগুন" বলা হয়নি। এখানে আল্ল-হর আগুন বলায় এর মর্মান্তিক এবং প্রাণ বায়ু বের হয়ে যাবার মত

কঠোর 'আযাবের কথাই প্রকাশ পেয়েছে। সে আগুন শুধু শরীরকেই পুড়ায় না, অন্তরকে পর্যন্ত জ্বালিয়ে ছাড়ে। সেদিন এ আগুন থেকে বের হবারও কোন সুযোগ থাকবে না। ঢাকনা দিয়ে আটকে রাখা অবস্থায় আগুনের মধ্যেই পড়ে থাকতে হবে। জাহান্নামের এরূপ কঠিন শাস্তির কথা আল্ল-হ তা'আলা প্রকাশ করেছেন এভাবে যে, "লা ইয়ামুতু ফিহা ওয়ালা ইয়াহইয়া" অর্থাৎ সে সেখানে মরবেও না, বেঁচেও থাকবে না।' (সূরাহ ত্বহা ৭৪, সূরাহ্ আ'লা ১৩)

জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে ঝুলে থাকবে। এতে দুঃখ-কষ্ট ও যন্ত্রণার চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

এর চেয়ে বাস্তব সত্য এটা যে, ধন-সম্পদ যক্ষের ধনের ন্যায় কুক্ষিগত করে রাখার এমনি নির্মম পরিণাম মানুষ শুধু পরকালের অনন্ত জীবনেই ভোগ করবে না। প্রকৃতপক্ষে দুনইয়ার জীবনেই এর 'আযাব শুরু হয়ে যায়। প্রথমতঃ ধন-সম্পদ আয় উপার্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা। অতঃপর হাসিলের জন্য নানা প্রকার চেষ্টা তদবীর, ফিকির ফন্দী বলা যায় দিনের আরাম ও রাতের ঘুমকে হারাম করেই মানুষ ধন-সম্পদ নামের সোনার হরিণের পিছনে ছুটতে থাকে। এরপর অর্জিত ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ হিফাযাত করে রাখা এবং তা দ্বিগুণ-চতুর্গুণ বৃদ্ধি করার চিন্তা-ভাবনাও এক ধরনের মানসিক যন্ত্রণা। কেননা, ধন-সম্পদ যে যত পায় তার চাওয়া-পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা লোভ-লালসাও তত বেড়ে যায়। আবার হঠাৎ কোন দুর্ঘটনায় সঞ্চিত ধনমাল, যদি কোন ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয় তাহলে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। পরিশেষে এ অর্থ-সম্পদ ছেড়ে পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের সময়েও অনুতাপ, অনুশোচনা, যন্ত্রণার কোন অন্ত থাকে না। বস্তুত এ সবই একেক ধরণের 'আযাব। শুধু তাই নয় বাস্তব জীবনেও দেখা যায় যে, ধন-দৌলতের জন্যে অনেক পরিবারে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ, সংঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়ে শেষ পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে খুন-খারাবীর মত অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনাও ঘটে থাকে। এভাবে দেখা যায় যে, অঢেল অর্থ-সম্পদের অধিকারী ব্যক্তিকে এ পৃথিবীতেই হাজার বিপদ মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

তাই আল্ল-হ তা'আলা বলেন : "আর তাদের ধন-মালের প্রাচুর্য ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। আল্ল-হ তো ইচ্ছাই করেছেন যে, এসবের জন্যই তাদেরকে দুনইয়াতেই 'আযাবের মধ্যে রাখবেন এবং তাদের প্রাণ কুফরের অবস্থায় বের হয়ে যাবে।" (সূরাহ আত্-তাওবাহ্, ৫৫-৮৫)

তিনি আরো বলেন : "আর ধন-মাল তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হয়ে যাবে।" (সূরাহ্ লাইল, ১১)

অর্থাৎ একদিন তাকে অবশ্যই মরতে হবে এবং পার্থিব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার সুখভোগ, আরাম-আয়েশ, সঞ্চিত ধন-মাল এবং যা কিছু সে সারা জীবন আপ্রাণ চেষ্টা সাধনা করে সংগ্রহ করেছে তার সবই তাকে এখানেই রেখে চলে যেতে হবে এটা চিরসত্য। পরকালের অনন্ত অসীম জীবনের জন্য কিছু সংগ্রহ করে সাথে না নিয়ে গেলে পৃথিবী ভরা অর্থ-সম্পদও তার কোন কাজে আসবে না।

অপচয়কারীদের পরিণাম : আবূ যার (রাযি.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্ল-হ ﷺ ক্বাবার ছায়ায় বসাছিলেন। এমন সময় আমি গিয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন : কা'বার প্রভুর শপথ! তারা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি গিয়ে তাঁর পাশে বসলাম কিন্তু বসে থাকতে পারলাম না। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, হে আল্ল-হর রসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, সে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরা কারা?" তিনি বললেন : এরা হলো এমন সব ধনাঢ্য ব্যক্তি যারা এখানে সেখানে ইচ্ছে মত খরচ করে এবং সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে অকাতরে (অপ্রয়োজনে ও অপাত্রে) খরচ করে। আর তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছে যারা জিহাদ ও দ্বীনের সাহায্যের জন্য আল্ল-হ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টির জন্য খরচ করে। আর যেসব উট, গরু ও ছাগলের মালিক এর যাকাত আদায় করে না ক্বিয়ামাতের দিন এসব জন্তু পৃথিবীতে যেভাবে ছিল তার চেয়ে অনেকগুণ মোটাতাজা ও চর্বিযুক্ত হয়ে এসে তাকে (মালিককে) পা দিয়ে দলিত মথিত করবে এবং শিং দিয়ে আঘাত করবে। এর শেষ পশুটি অতিক্রম করলে প্রথমটি পুনরায় এসে ঐরূপ করতে আরম্ভ করবে। আর এভাবে চলতে থাকবে যতক্ষণ না বান্দাদের বিচার শেষ হবে। (মুসলিম হাঃ ২১৭১)

করযে হাসানা ও একটি অনুসরণীয় দানের ঘটনা : 'করযে হাসানা'র শাব্দিক অর্থ হচ্ছে 'উত্তম ঋণ' অর্থাৎ খালিস নিয়্যাতে কাউকে কিছু দেয়া। এতে কোন প্রকার রিয়াকারী অথবা সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করার হীন মনোভাব থাকবে না। এমনকি একমাত্র আল্ল-হ তা'আলার সন্তুষ্টি ব্যতিত অন্য কোনরূপ ও প্রতিদান আশা করা যাবে না এবং তা এমন কাজে ব্যয় করতে হবে যা আল্ল-হ তা'আলা পছন্দ করেন। এরূপ উত্তম ঋণ দান প্রসঙ্গে আল্ল-হ তা'আলা উক্ত আয়াতে দু'টি ওয়াদাহ্ করেছেন। প্রথমত তার অতিরিক্ত নিজের কাছ থেকেও উত্তম প্রতিদান সাওয়াব দান করবেন। সূরাহ্ তাগাবুনে দয়াময় আল্ল-হ এর অতিরিক্ত গুনাহ মাফ করে দেয়ার ওয়াদাহ্ও করেছেন। তিনি বলেন : "যদি তোমরা আল্ল-হকে 'করযে হাসানা' দাও তবে তিনি তোমাদেরকে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দিবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন।" (সূরাহ তাগাবুন, ১৭)

তবে একথা অত্যন্ত সত্য যে, আল্ল-হ তা'আলার পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার সঠিক ফাযীলাত বর্ণনা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্ল-হ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী ব্যয় করে তাকে বিনিময় দান আল্ল-হ নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। তিনি এরূপ একটি অতীব উত্তম নেক 'আমালের প্রতিদান নিজ হাতে এবং নিজের ইচ্ছায় বহুগুণ বাড়িয়ে দিবেন এটাই স্বাভাবিক।

আল্ল-হ তা'আলা বলেন : "যারা নিজেদের ধন-মাল আল্ল-হর পথে ব্যয় করে, তাদের এ ব্যয়কে এমন একটি দানার সাথে তুলনা করা হয় যা যমীনে রোপন করার পর তা থেকে সাতটি ছড়া উৎপন্ন হয় এবং প্রতিটি ছড়ায় একশতটি করে দানা থাকে। এভাবে আল্ল-হ যাকে চান বহুগুণ পুরস্কার দিতে পারেন। আল্ল-হ মুক্তহস্ত ও মহাজ্ঞানী।" (সূরাহ বাক্বারহ, ২৬১)

'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযি.) বলেন, "তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আল্ল-হকে 'করযে হাসানা' দিতে প্রস্তুত, যাতে তা আল্ল-হ কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরতে দিতে পারেন।" (সূরাহ্ হাদীদ, ১১)

যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় এবং রসূল ﷺ-এর পবিত্র যবান থেকে লোকেরা শুনতে পায় তখন আবুদ দাহ্দাহ্ আনসারী নিবেদন করেন : "ইয়া রসূলুল্ল-হ! আল্ল-হ তা'আলা কি আমাদের কাছে ঋণ চান? নাবী ﷺ বললেন, হে আবুদ দাহ্দাহ্, হ্যাঁ! তিনি ঋণ চান। সাথে সাথে আবুদ দাহ্দাহ্ বললেন, আপনি আপনার হাতখানা আমাকে একটু দেখান তো। রসূল ﷺ নিজের হাতখানি তাঁর দিকে বাড়িয়ে দেন। আনসারী আবুদ দাহ্দাহ্ রসূল ﷺ-এর হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন : "আমি আমার বাগানখানি আমার আল্ল-হকে ঋণ দিলাম।" 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযি.) বলেন, সে বাগানটিতে ছয়শত খেজুর গাছ ছিল। এর মধ্যে তাঁর ঘরও ছিল। তাঁর পরিবার-পরিজনও সে ঘরে বসবাস করত। রসূল ﷺ-এর সাথে এরূপ কথা-বার্তা বলার পর তিনি সোজা নিজের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হন এবং স্ত্রীকে ডেকে বলেন : "দাহ্দাহ্র মা, ঘর থেকে বের হয়ে আস। আমি এ বাগানখানা আমার আল্ল-হকে ঋণ দিয়েছি। "তার স্ত্রী বললেন : দাহ্দাহ্র পিতা, তুমি এ কাজ করে খুবই মুনাফার কারবার করেছো।" অতঃপর, সাথে সাথে তিনি তাঁর সমস্ত মালামাল ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাগান থেকে বের হয়ে আসেন।" (ইবনু আবূ হাতিম)

তথ্যসূত্র

১। আল-কুরআন, ২। তাফসীর ইবনু কাসীর, ৩। তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, ৪। বুখারী, ৫। মুসলিম, ৬। আবূ দাউদ, ৭। তিরমিযী, ৮। ইসলামে যাকাতের বিধান- আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী, ৯। ইসলামী বিশ্বকোষ, ১০। যাকাত- শাইখ আবদুল্লাহ বিন বায ও সালেহ বিন উসাইমিন, ১১। যাকাত দর্পণ- মাওলানা মুনতাসির আহমেদ রাহমানী, ১২। ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ- ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৩। ইসলাম একটি সুদীপ্ত শির্ষতা- আতিকুর রহমান, ১৪। আল-আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান- মুহাম্মাদ জামীল যাইনু, ১৫। নুরুল ঈমান- মাওলানা মুহাম্মাদ আব্বাস আলী মুর্শিদাবাদী, ১৬। ইসলাম ও অর্থনীতি সমস্যার সমাধান- আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নাদিয়াভি, ১৭। আহলে হাদীস দর্পণ, ১৮। যাকাতের হাকিকত- মাওলানা আবুল আলা মওদুদী, ১৯। ইসলাম পরিচিতি- ঐ, ২০। ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ- ঐ, ২১। ইসলামী অর্থনীতি- ঐ, ২২। ইসলামের অর্থনীতি- মাওলানা আবদুর রহীম, ২৩। অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা- খন্দকার আবুল খায়ের, ২৪। আল্লাহর পথে খরচ- অধ্যাপক মুজিবর রহমান, ২৫। মাসিক আত্-তাহরীক, ২৬। ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান, ২৭। প্রশ্নোত্তরে যাকাতুল ফিতর ও উশর- মুহাম্মাদ নোমান আলী; সম্পাদনায় : আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, ২৮। আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয়- ফাযিলা তাহের।